# সুরেন্দ্র-বিনোদিনী।

## প্রথম অঙ্ক।

---

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হুগলির অন্তিকস্থ বংশবাটীগ্রাম—রাজচন্দ্র বসুর বাটী

বিনোদিনী আসীনা।

বিনো। ( গীত। )

রাগিণী ঝিঁঝিট্, তাল মধ্যমান

হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ

সোণার ভারত আহা ঘোর বিপদে

শোক সাগরেতে ভাসি

ভারত মা দিবানিশি,

স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি,

কান্দিতেছে অবিরল

কে এখন নিবারিবে,

জননীর অশ্রুজল!

গীত সমাপ্তির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, অলক্ষিতভাবে, সুরেন্দ্রের প্রবেশ ও বিনোদিনীর এক পার্শ্বে স্থিতি।

বিনো। (গীতান্তে) তিনি এই গানটা শুনতে বড় ভাল বাসেন।

সুরে। (সম্মুখীন হইয়া, সস্নেহস্বরে) আমি শুনতে ভালবাসি বলেই কি গাচ্ছিলে, বিনোদ?

নীলকণ্ঠের প্রস্থান ও ন্যায়রত্নকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

রাজ। (প্রণাম পূর্ব্বক) আসতে আজ্ঞা হয়, বসুন।

ন্যায়। আ—া—া—াঃ। (উপবেশন।) বয়সাধিক্য প্রযুক্ত সকল বিষয়েই কষ্টানুভব হয়। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) কালের বিচিত্র লীলা, কে পারে বর্ণিতে! আ হা হা! (বিজৃম্ভন।) কৃষ্ণ হে, তুমিই সার।

নীল। (স্বগত) বামুনের ভিটকিলিমি দেখ! পেটের [illegible] হচ্ছে,—মত্তাহে, তুমিই সার।

রাজ। দিদি, ওঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর।

(বিনোদিনীর তথাকরণ।)

ন্যায়। সাবিত্রীর ন্যায় পতিব্রতা হও, গৌরীর সদৃশ স্বামিপ্রিয়া হও। কন্যাটী বড় সুলক্ষণযুক্তা। (রাজচন্দ্রের প্রতি) কোথায় বিবাহ হইয়াছে, মহাশয়?

[ বিনোদিনীর লজ্জিতভাবে প্রস্থান

রাজ। আজ্ঞা, কন্যাটী বাগ্‌দত্তা হয়ে আছে মাত্র, এখনও [illegible] ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নি।

ন্যায়। (মুখব্যাদান পূর্ব্বক) বিবাহ হয় নাই!!

রাজ। ওঁর পিতা সুরেন্দ্রকে বড় ভাল বাস্‌তেন্। তাঁর মৃত্যুকালে (অশ্রু মুছিয়া) আমাকে শপথ করিয়া যান্, যে সুরেন্দ্র ভিন্ন অন্য কাকেও আমি তাঁর কন্যা সম্প্রদান করব না। সুরেন্দ্র আজ কাল করে, বিবাহ এতকাল স্থগিত রেখেছেন্। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, [illegible] পৌত্রীটীর অন্যত্র বিবাহ দিতে পারি নে।

ন্যায়। সুরেন্দ্রবাবুর সত্বর বিবাহকরণে অমতটা কিসের জন্য? প্রস্তুত অন্নই ত পাইবেন্। হঃ, হঃ, হঃ।

রাজ। আজ্ঞা, ওঁরা সব নব্যদল, ওঁদের সকল বিষয়েই নূতন প্রকারের মত! বলেন্, "বিবাহের জন্য অত তাড়াতাড়ি কেন? এক সময়ে হলেই হল"!

ন্যায়। মহাশয়, ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া কতকগুলা মর্ক্কট অবতার হইয়াছে, তাহারা দেশটাকে খাইল, একবারে খাইল। বিবাহের জন্য

অত তাড়াতাড়ি কেন ? আরে, ইহার পরে কি একেবারে সেই কন্যাকে বিবাহ করিবে নাকি ?—হাঁ মহাশয়, ঐ বাবুটী নাকি এ বাটীতে প্রায় যাতায়াত করিয়া থাকেন, এমন কি বাটীর মধ্য পর্য্যন্ত নাকি কখন কখন গমন করেন্ ?

রাজ। ছয় সাত বৎসর বয়স্ থেকে দুজনে একত্র খেলা ধুলা করেছে, এখন একেবারে যাওয়া আসা পর্য্যন্ত কি করে রহিত করি।—কিন্তু সুরেন্দ্রটি বড় ভাল ছেলে, স্বভাব—বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

ন্যায়। হইতে পারে, কিন্তু যুবকযুবতীর ঘৃত অনল সম্পর্ক। অবিবাহিতাবস্থায় দুইজনে এপ্রকার দেখা শুনা হইতে দেওয়া বড় ভাল বিবেচনা হয় না। ইহা অনাহারী ব্যক্তির সম্মুখে মিষ্টান্ননিক্ষেপের তুল্য কার্য্য হইতেছে, মহাশয়।

রাজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) অরে—এ—এ (নীলকণ্ঠের কর্ণে কথন।) কিছু বেশি করে আনিস্, বুঝেছিস্ ত ?

নীলকণ্ঠের প্রস্থান ও অনতিবিলম্বে "সন্দেশ"
ইত্যাদি লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

রাজ। আসন, পা ধোবার জল টল, সব দে। দে, শীঘ্র দে। (নীলকণ্ঠের তত্রূপকরণ।)—(ন্যায়রত্নের প্রতি করযোড়ে) আজ্ঞা, তবে কিঞ্চিৎ—

ন্যায়। (সত্বর উত্থানপূর্ব্বক) হঃ, হঃ, হঃ, হঃ, তাহা সবিশেষ বলিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আপনি হচ্ছেন কায়স্থকুলের গৌরব। (পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক উপবেশন ও শীঘ্র সন্দেশ নিঃশেষকরণ।)

রাজ। অরে—এ (নীলকণ্ঠের প্রতি ইঙ্গিত।)

নীল। (স্বগত) আনতে না আনতেই নিকেশ !

প্রস্থান ও পুনর্ব্বার সন্দেশ আনয়ন।

রাজ। অরে—এ—এ।

নীল। (স্বগত) বিটলে বামুনটা করে কি গো ! সের তিনেকের উপরি মধ্যে গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে। ভুঁড়িটী তেতলা গুদাম্ নাকি !

প্রস্থান ও সন্দেশ আনয়ন।

রাজ। অরে—এ—এ।

নীল। (সভয়ে) ও বাবা, আবার!

প্রস্থান ও সন্দেশ আনয়ন।

নীল। (কৃতাঞ্জলি হইয়া, জনান্তিকে রাজচন্দ্রের প্রতি, ত্রাসিতস্বরে) কর্ত্তামশাই আমার মাইনেটা হিসেব্ করে চুকিয়ে দিন্।

রাজ। (সাশ্চর্য্যে) কেন রে!

নীল। মশাই, আমি আর এ বাড়িতে চাক্‌রী করব না। (ক্রন্দনের সহিত) আপনি কোন্ দিন বাড়ি থাক্‌বেন্ না, আর ঐ বামুনঠাকুর এসে যদি খিদের চোটে আমাকেই পেটে পূরে বসেন্? (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) দোহাই কর্ত্তামশাই, আমি মার এক ছেলে, আমি বই মার আর কেউ নেই।—ঐ দেখুন, হাঁ দেখেছেন্?—আবার কুকুল নাকি? বাবাগো, মাগো—

[ সভয়ে বেগে পলায়ন।

স্থায়। (মস্তকোত্তোলনপূর্ব্বক) একি, মহাশয়, ঐ বালকটি রোদন করিতে করিতে পলায়ন করিল কেন?

রাজ। আজ্ঞা না, ও কিছু নয়, আর কিঞ্চিৎ—

স্থায়। অধিক আর বড় প্রয়োজন নাই, আর [illegible] হইলেই এক্ষণকার মত হইবে।

রাজ। অরে ভেলো?

অন্য একজন ভৃত্যের প্রবেশ ও সন্দেশ দিয়া প্রস্থান।

স্থায়। (আহার সমাপ্ত করিয়া ও উদরোপরি হস্ত বুলাইয়া) হু—উ—উ। কিঞ্চিৎ জলযোগ হইল! হু—উ—উ। এক্ষণে মধ্যাহ্ন কিছু ভোজন না করিলেও বিশেষ কোন কষ্ট হইবে না। হু—উ—উ।

রাজ। আচ্ছা, স্থায়রত্নমহাশয়, আপনি কসের সন্দেশ খেতে পারেন, অর্থাৎ কত হলে আপনার বেশ পরিতৃপ্তি রকম আহার হয়, পেট সম্পূর্ণ ভরে?

স্থায়। (চক্ষুবিস্তারপূর্ব্বক) হরি, হরি! পেট্ ভরার কথা কি বলেন, মহাশয়! পেট্ কখনই ভরে না—কখনই না। ওটা আপনাদের—সংস্কার মাত্র। তবে, খাইতে, খাইতে, খাইতে, কালক্রমে চোয়াল ব্যথা

করিলেও করিতে পারে, তাহা আমি অস্বীকার করিতে চাহি না।—তবে এক্ষণে আমি বিদায় গ্রহণ করি।

রাজ। (প্রণাম পূর্ব্বক) আসুতে আজ্ঞা হয়।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হুগলির উত্তরপ্রান্তে গঙ্গাতীরোপরি ম্যাক্রেগুলের
উদ্যানবাটী।

ম্যাক্রেগুল ও কৃষ্ণদাসের প্রবেশ।

ম্যা। কৃষ্ণদাস, আমি আশা করি তোমার অতীতজীবনের ঘটনা-বলী তোমার স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত বা তিরোহিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের বিচারালয় তোমার কণ্ঠপাশের জন্য রজ্জু প্রস্তুত হইয়াছিল,—ফাঁসিকাষ্ঠ প্রস্তুতই ছিল, শুদ্ধ আমার অনুগ্রহেই তুমি রক্ষা পাইয়াছিলে; সাবধান, কদাচ কৃতঘ্ন হইও না। কৃতঘ্নতা করিলে তোমার নিজেরই সম্পূর্ণ ক্ষতি হইবে, আমার তুমি কিছুই করিতে পারিবে না,—পাপিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর বলিয়া আমার সর্ব্বত্র খ্যাতি আছে।—আর ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে যে কোন দণ্ডে পৃথিবী হইতে বিদায় দিতে পারি, তাহাও, বোধ হয়, জ্ঞাত আছ?

কৃ। অধীন আপনার ক্রীতদাস, ক্রীতদাসের উপর এত অবিশ্বাস কেন, প্রভু?

ম্যা। আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি না, অবিশ্বাস করিলে তোমাকে এমত উচ্চপদ প্রদান করিতাম্ না,—সতর্ক করিয়া দিতেছি মাত্র। সেই মকানওয়ালীর কি হইল?

কৃ। ধর্ম্মাবতার, সে ছুঁড়িত কোন মতেই স্বীকার হয় না।

ম্যা। সহজে না স্বীকার হয়, রামকান্ত মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে যে উপায়ে আনা হইয়াছিল, সেই উপায়ে আনিবে। স্মরণ আছে?

কৃ। স্মরণ আর নেই, প্রভু? আপনার কোন্ কথা আমি কবে বিস্মৃত হয়েছি, ধর্ম্মাবতার? দাস কি কখন বিস্মৃত হতে পারে?

ম্যা। উত্তম।—দেখ, কৃষ্ণদাস, সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলেই আমার প্রাণটা কেমন লম্ফ দিয়া উঠে।

কৃ। হতেই ত পারে, ধর্ম্মাবতার; (স্বগত) ও যে নাড়ীর টান্।

ম্যা। আমি সুন্দরীদিগের আলিঙ্গন বড় ভাল বাসি।—

## সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

সুরেন্দ্রবাবু যে! (সৌজন্যপ্রকাশ পূর্ব্বক) আসিতে আজ্ঞা হয়, ভাল আছেন্ ত?

সুরে। আপনি ভাল আছেন্?

ম্যা। আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে দেখুন, আমি কেমন উত্তম বাঙ্গালা বলিতে শিখিয়াছি! আমাকে গবর্ণমেণ্টের কোন বিশেষ পুরস্কার দেওয়া উচিত।

সুরে। ম্যাক্রেগেল্ সাহেবের সৌজন্যতা আর বাঙ্গালাভিজ্ঞতা, উভয়ই সুপ্রসিদ্ধ।

ম্যা। তবে অদ্য কি নিমিত্ত আপনার শুভাগমন হইয়াছে?

সুরে। সেই—টাকা—যা—ঋণ—নিয়েছিলেন্— তা— এখন—পরিশোধ—করা—কি—সুবিধা—হবে?

ম্যা। (স্বগত) ডেট্‌স্, ডেট্‌স্, ডেট্‌স্,—নথিং বট্ ডেটস্ অন্ অল্ সাইড্‌স্। (প্রকাশ্যে) আপনার নিকট আমার স্বাক্ষরিত কোন ঋণ-পত্র আছে?

সুরে। আজ্ঞা, হাঁ, আছে।

ম্যা। লইয়া আসিয়াছেন্?

সুরে। আজ্ঞা না।

ম্যা। তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক, ঋণপত্রখানি লইয়া সন্ধ্যার পর আর একবার আসিবেন্।

সুরে। যে আজ্ঞা, তবে এখন আর আপনাকে বৃথা কষ্ট দেব না।

[ শিষ্টাচারানন্তর প্রস্থান।

মা। আমি ঋণসমুদ্রে মগ্ন হইয়া আছি। কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

[ম্যাক্রেণ্ডেল্ ও কৃষ্ণদাসের প্রস্থান।

## তৃতয় গর্ভাঙ্ক।

বংশবাটী—রাজচন্দ্র বসুর বাটী।

হরিপ্রিয় আসীন।

হরি। চুপ্ চাপ্ করে ত আর বসে থাকা যায় না। কি করি?—ছেলেবেলা সকলের সঙ্গে খুঁস্থড়ি মুস্থড়ি করতেম্ বলে, বাবা আমাকে [illegible] অবতার বলে ডাক্তেন্। তা, মা দুষ্ট সরস্বতী এখনও আমার [illegible] ছাড়েন নি।—মানুষে মানুষে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিতে পারলে [illegible] আহ্লাদ হয়! আমি দূরে বসে কল নাড়ি, আর মজা [illegible], না ছুঁই পানি! হিঃ,হিঃ,হিঃ। আচ্ছা এবার কাতে [illegible]?—হয়েছে, হয়েছে, হিঃ,হিঃ,হিঃ, বড় মজা হবে। [illegible] প্রেম! সোজা কথায় "প" এ হ্রস্ব ইকার, "র" এ [illegible] "ত" বলবার যো নেই। লোকে বলবে, "ছোঁড়া [illegible] ছেড়ে, আমি শুদ্ধ অশ্লীল হয়ে পড়ব, বাপ্!—কিন্তু [illegible], শুনে এত ভাব ত ভাল নয়-অত মিষ্ট খেলে মুখ্জ্বালা [illegible]! আমি একটু তেত মিশিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও।—কি করে [illegible]? (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠভক্ষণ ও চিন্তা।) দুদিকেই আগুন লাগিয়ে [illegible]—আচ্ছা, তাই করা যাক্ এখন, হিঃ,হিঃ,হিঃ,। অরে নীলে?

[illegible]। কি গো দাদা বাবু?

হরি। অরে, শোন, শোন, দৌড়ে আয়।

নীলকণ্ঠের প্রবেশ।

দৌড়ে দেখে আয় দেখি, জামাই বাবু হুগলি থেকে ফিরে এসেছেন্ কি না। তোকে দু আনার ছানাবড়া খাওয়াব।

নীল। খাওয়াবে ত, না সেবারকার মত ফাঁকি দেবে ?

হরি। নারে না, এবার সত্য সত্য খাওয়াব। যা, দৌড়ে যা।

[ত্বরিতপদে নীলকণ্ঠের প্রস্থান।

হরি। দেখি, বাণ কতদূর যায়। (চিন্তিতভাবে পরিক্রমণ।)

হাঁফাইতে হাঁফাইতে নীলকণ্ঠের পুনঃপ্রবেশ।

নীল। এসেছেন্—এখনি—এখানে—আস্‌বেন্। দাও এখন, আমার ছানাবড়া দাও।

হরি। অন্যমনস্কভাবে আচ্ছা, দুই আর দুইএ যদি পাঁচ হয়, তবে দুই আর তিন কত হবে ? (অঙ্গুলে গণনাপূর্ব্বক) কেন, বাঃ, সাত হবে, এত পড়েই রয়েছে। আচ্ছা——

নীল। বলি আমার ছানাবড়া দাওনা, দাদাবাবু ?

হরি। আমি সেদিন যে সেই টিক্‌টিকি বেটাকে খুন্ করে ফেল্‌লেম্, তাতে আমার ফাঁসি হওয়া উচিত, কি পুলিপোলাও হওয়া উচিত ? জীবহত্যা মহাপাপ। আহা, তার মা বাপ্ হয় ত তার জন্য কত কাঁদছে! ফাঁসির চেয়ে পুলিপোলাও ভাল না ?

নীল। [ক্রন্দনের স্বরে] বলি ও দাদাবাবু, তুমি ত রোজ্ পুলিপোলাও কত কি খাচ্ছ, আমার ছানাবড়া দাওনা এখন, বাঃ।

হরি। দর্পণে প্রতিফলিত নিজ প্রতিবিম্বের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক] হরিপ্রিয়, তুমি বড় উত্তম বালক, অতি সুবোধ ও শান্ত। তোমার রূপ দেখে আমার মেয়ে একেবারে মোহিত হয়ে পড়েছে। তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমার মেয়েকে বে কর, তা না হলে সে বিষ খেয়ে মরবে—আমার অর্দ্ধেক রাজ্য তোমাকে দিচ্ছি।

নীল। (ক্রন্দনের সহিত) বলি, ও দাদাবাবু, আমার ছানাবড়া দাও না। হাঁা—াঁা—াঁা—াঁ,—রোজ্ রোজ্ ফাঁকি।

হরি। আরে তা না না, না না না, তা না না। (অঙ্গভঙ্গীর সহিত) আরে শিবু নাচি নাচি যায়, শিবু ডুগ্‌ডুগি বাজায়—আরে শিবু ধাঁইকিড়ি যায়।

হঠাৎ নীলকণ্ঠের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক তাহাকে উল্‌টাইয়া ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

নীল। উঃ, হুঃ, হুঃ,। মাগো, বড় লেগেছে গো। (উত্থান।)

সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

সুরে। কিরে, নীলে, কাঁদ্‌ছিস্ কেন?

নীল। দেখ দেখি, জামাইবাবু—

সুরে। (সহাস্যে) আমাকে জামাইবাবু বলে ডাক্‌তে আবার তোকে শেখালে কে?

নীল। কেন, ঐ দাদাবাবু।

সুরে। না, আমাকে শুদ্ধ সুরেন্‌বাবু বলে ডাকিস্।

নীল। দেখ দেখি, সুরেন্‌বাবু, আমাকে দাদাবাবু রোজ্ রোজ্ ফাঁকি দেয়,—আবার উল্‌টে মারে, হুঁ—উ—উ।

সুরে। তুই করেছিলি কি?

নীল। আমি কিচ্ছু করি নি। আমাকে বল্লে, "তোকে ছানাবড়া দেব, জামাইবাবু হুগ্‌লি থেকে ফিরে এসেছেন কি না দেখে আয়"। আমি দেখে এসে যেই ছানাবড়া চাইলেম্, আমাকে এ—এ—এমনি করে উল্‌টে ফেলে দিয়ে চলে গেল। (পতন)। (উত্থানপূর্ব্বক) এমনি লেগেছে।

সুরে। (সহাস্যে) তুই এবার আপনি ইচ্ছা করে পড়ে গেলি যে? আচ্ছা, আমি ছানাবড়ার পয়সা দিচ্ছি, আয়। (বগ্‌লী হইতে একটী মুদ্রা বাহির করিয়া) তোর মার ব্যারাম সেরেছে?

নীল। তের সেরেছে, কিন্তু এখনও কাজ করতে যেতে পারে না। বড় কষ্টে সংসার চলছে।

সুরে। আচ্ছা, এই টাকাটী নে। (মুদ্রাপ্রদান।) তুই এর মধ্যে চার পয়সার হালাবড়া কিনে খাস্, আর বাকী তোর মাকে দিস্। যদি জিজ্ঞাসা করে,—বলিস্, একজন বাবু দিয়েছে, আমার নাম করিস্‌নে।

নীল। হ্যাঁ, তা হলে মা বল্‌বে কোত্থেকে চুরি করে এনেছিস, আর কত মারবে।

সুরে। আচ্ছা মারে তখন না হয় বলিস্।

নীল। বল্‌ব, জামাইবাবু দিয়েছে?

[পলায়ন।

সুরে। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) ছোঁড়া ভারি দুষ্ট।

হরিপ্রিয়ের পুনঃপ্রবেশ।

হরি। বলি, কর্ত্তা আপনার উপর হঠাৎ এত চট্‌লেন্ কেন?

সুর। কে বল্লে তিনি আমার উপর চটেছেন্!

হরি। সে কি! আপনি কি কিছু জানেন না! কর্ত্তা আপনার উপর ভারি চটেছেন্।

সুরে। (কিঞ্চিদুদ্বিগ্নভাবে) বল, সত্য নাকি? তুমি কেমন করে জান্‌লে?

হরি। ন্যায়রত্ন মহাশয় আজ বিনোদের কোত্থেকে একটা সম্বন্ধ এনেছিলেন্।

সুরে। সে কি? তার পর?

হরি। কর্ত্তা সব শুনে টুনে বল্লেন, "আমার এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মত আছে, সুরে ছোঁড়াটার জন্য অপেক্ষা করে করে জ্বালাতন হয়েছি। আমার পৌত্রীর এখন মত হলে হয়।"

সুরে। বল কি, তার পর?

হরি। তার পর আমাকে বিনোদের মত জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন।

সুরে। বিনোদ কি বল্লে?

হরি। বিনোদ্ খুব আপনার পক্ষ, আপনি ছাড়া আর কাকেও বে কর্‌তে চায় না।

সুরে। (স্বগত) তাত জানিই! (প্রকাশ্যে) কি বল্‌লে?

হরি। মেয়েমানুষের পেটের কথা কি সহজে টেনে বার করা যায়? কত. ঘোর্ ফের্, উল্‌ট পাল্‌টার পর বল্‌লে যে "তাও কি কথন হয়? ঠাকুরদাদা তাঁকে—(অর্থাৎ আপনাকে)—বরাবর আশা দিয়ে রেখে-ছেন, তিনি যে তা হলে মনে দুঃখ পাবেন্।"

সুরে। (স্বগত) নিজের কথা আর কি করে বল্‌বে! একে স্ত্রীলোক, তাতে আবার বিনোদ বিশেষ লজ্জাশীলা। (প্রকাশ্যে) শুদ্ধ এই কথা বল্‌লে, আর কিছুই বল্‌লে না?

হরি। হঁ, বল্‌লে বৈকি। বল্‌লে যে "ঠাকুরদাদা আরও মাস খানেক্ অপেক্ষা করে দেখুন্। এর মধ্যে যদি তিনি আমাকে বিবাহ করেন্ ত ভালই,- না করেন্, তখন না হয় আমার আর কোথাও [illegible] করবেন।"

সুরে। (সক্রোধে) তুমি তার ভাই, [illegible] হয়ে তোমার কাছে এত কথা বল্‌লে?

হরি। অবিকল কি আর এই কথাগুলি [illegible] ভাবটা এই।

সুরে। (সরোষে) আমি এর এক [illegible] করি নে। বিনোদ্ এমন কথা কখন বলে নি।

হরি। তা আপনি এতে রাগ কর্‌ছেন্ [illegible] এত আর কিছু মন্দ কথা নয়।

সুরে। মন্দ কথা নয়? আমি যেন কৃপার পাত্র! বিবাহ না কর্‌লে আমি মনে দুঃখ পাব, এই জন্য আমাকে অনুগ্রহ করে বিবাহ কর্‌তে স্বীকার আছেন্। তাও আবার এক নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে হওয়া চাই, তার পরে আর হবার যো নেই! মন্দ কথা নয়?

হরি। আপনি শুন্‌তে চাইলেন্, তাই বল্‌লেম্। শুনে আপনি রাগ কর্‌বেন্ জান্‌লে, আমি বল্‌তেম্ না।

সুরে। আমি ত রাগ করি নি। মিথ্যাবাদী বলে, তোমার উপর

আমার ঘৃণা হচ্ছে। আমি বিনোদের মন বেশ জানি। আমাকে যা
এক দিন না দেখ্‌তে পেলে তার মনে কষ্ট হয়।

হরি। (দুঃখগাম্ভীরভাবে) আর কেউ আমাকে অমন করে মুখে
উপর মিথ্যাবাদী বল্‌লে, হাতে হাতেই তার ফল পেতেন্। (দীর্ঘনিশ্বা
পরিত্যাগপূর্ব্বক) আপনাকে বড্ড মান্য করি, আপনাকে আর কি বল
বলুন! এতদিন পরে আমি মিথ্যাবাদী হলেম্! আবার হয় ত কবে
বল্‌বে, আমি চোর, কি ডাকাত্! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।) কিন্তু এ
জন্য আপনাকে একদিন অনুতাপ কর্‌তে হবে।

সুরে। (ঈষৎ লজ্জিত ভাবে) ভাই, ও কথাটা হঠাৎ আমার
দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যা বল্‌লে, তা হয় তোমার শোন্‌বার ভু
না হয় বোঝ্‌বার ভুল। বিনোদ্ এমন কথা বলে নি। তার মনের ভি
এমন একটা কিছু থাক্‌লে আমি অবশ্যই এত দিন টের পেতেম্।

হরি। হ্যাঁ, আমার ভুল হতে পারে, তা আমি মানি। ভুল ক
না হয়? এমন কি আপনারও হতে পারে। তা আপনি ত একজন
বুদ্ধিমান্ আর বিদ্বান্, আপনি এক কর্ম্ম করুন্ না কেন, তা হলেই স
গোল্ মিটে যাবে, বিনোদকে স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু না বলে, ইদিক উ
পাঁচরকম করে তার মনের ভাবটা পরীক্ষা করে দেখুন্ না কেন?

সুরে। বিনোদ্ আমার সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। আমি ত আর
এমনত প্রণয়ীকে সন্দেহ করি নে, যে পরীক্ষা করে দেখ্‌ব? আমি নি
ওথেলো নই, যে আইয়াগোর মত তুমি আমাকে দু কথায় ক্ষে
দেবে। তুমি যা বলেছ, তা আমি বিস্মৃত হয়েছি।

[প্রস্থান

হরি। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) সন্দেহ কর না বল্‌লে, দাদা,
আমি যে সন্দেহের গোড়ায় আগুন লাগিয়ে দিইছি! তুমি প
কোথায়! বেশি প্রণয়ের স্থলেই সত্বরে সন্দেহ জন্মায়। যেখানে
ভাব, সেই খানেই বেশি ঝগড়া—কিন্তু আগুনে মধ্যে মধ্যে ফুঁ দিতে

কি জানি যদি নিবে যায়! যে দুজনের ভালবাসা, একবার চঁচকি হলেই যে সেই হতে পারে। একেবারে গঙ্গাজল! হিঃ, হিঃ, হিঃ! ক্র—অ—ম—মে। তুম্ দেয়ে না, দেরে না, তুম্ দেরে না।

[প্রস্থান।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ম্যাক্রেণ্ডেলের বাটীর কিয়দ্দূরে তরুলতাদিপরিবেষ্টিত, ভগ্নমন্দিরযুক্ত, একটী নির্জ্জন স্থান।

অশ্বপৃষ্ঠে ম্যাক্রেণ্ডেল্ ও তৎপার্শ্বে, পদব্রজে, কৃষ্ণদাসের প্রবেশ।

মা। (অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক) তুমি অশ্ব লইয়া যাও। সুরেন্দ্র আসিলে তাহাকে এই স্থানে পাঠাইয়া দিও।

কৃ। (ভয়ব্যঞ্জক স্বরে) এই ঝোপ্ ঝোপ্, তাতে আবার ক্রমেই ঘোর অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে, আপনার এখানে এখন একলা থাকাটা কি ভাল হচ্চে? কত রকম মন্দ লোক টোক আছে।

মা। নিজের চরকায় তেল দেও।—তোমাকে যাহা বলিলাম্, তাহা কর।

কৃ। (সাতিশয় বিনীতভাবে) যে আজ্ঞা, ধর্ম্মাবতার।

(অশ্বের বল্গাধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

মা। (চিন্তিতভাবে পরিক্রমণ।) আই য়্যাম্ ইম্মর্সট্ ইন্ ডেট্স্ টু মাই লিপস্, য়্যাণ্ড মষ্ট্ এণ্ড্ দিস্ ম্যাটর্ য়্যাট্ লীষ্ট্, সম্হাউ অর্ অদর্, টুডে। (পরিক্রমণ।)

সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

সুরে। এখানে বেড়াচ্চেন যে!—আপনার স্বাক্ষরিত ঋণপত্র এনেছি।

মা। কৈ দেখি?

সুরে। এই যে। (ঋণপত্রখানি ম্যাক্রেণ্ডেলের হস্তে প্রদান।)

মা। (প্রাপ্তিমাত্র ঋণপত্র খানি খণ্ড খণ্ড করণ পূর্ব্বক) কৈ, মহাশয়, ঋণপত্র কৈ? কবে আপনার নিকট কবে ঋণ লইলাম্?

সুরে। (হতবুদ্ধিভাবে) করলেন্ কি? ওখানা একেবারে ছিঁ
ফেলে দিলেন্?

ম্যা। চলিয়া যাও, চলিয়া যাও, অনর্থক বিরক্ত করিও না, আমা
সময়ের মূল্য আছে।

সুরে। আপনার বিপদের সময় সাহায্য করেছিলেম, তা এই কি
তার পুরস্কার? আপনাকে যে আমি অতিশয় ভদ্র বলে জানতেম
এতদিনে কি আপনার চরিত্রের আবরণ উন্মুক্ত হল? না কেবল আমা
ধৈর্য্যের গভীরতা পরিমাণ করছেন্?

ম্যা। আমি যে তোমার টাকা স্পর্শ করিয়াছিলাম্, এই তোমা
পরম সৌভাগ্য। তুমি আবার প্রত্যর্পণ প্রার্থনা কর?

সুরে। (সক্রোধে) আপনি যে নিতান্ত সেই বাঘ আর বকের গল্পে
যো করলেন্? আপনি কি মনে করছেন, আমি টাকা আদায় কর
পারব না।

ম্যা। কি রূপে আদায় করিবে?

সুরে। সাক্ষী নেই?

ম্যা। (সহাস্যে) নির্ব্বোধ, আমি বাইবল চুম্বন করিয়া শপথ পূর্ব্ব
যাহা বলিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের ঐ শত বাঙ্গালির সাক্ষ্য গ্রা
হইবে না। এতকাল ইংরাজের রাজ্যে বাস করিয়া এই সামান্য জ্ঞা
উপলব্ধি কর নাই? তোমার অজ্ঞতা দেখিয়া আমি আন্তরিক দুঃখি
হইলাম্।

সুরে। বিনাভিযোগে দিন্, আমি ঐ টাকার কিয়দংশ পরিত্যা
করতে স্বীকার আছি।

ম্যা। তোমার এক সুন্দরী ভগ্নী আছে না? তাহাকে একদি
আমার শয্যায় পাঠাইয়া দিও। আমি তোমাকে কিছু টাকা দিত
স্বীকার আছি।

সুরে। (ক্রোধান্ধ হইয়া) কি? (ম্যাক্রেণ্ডেলের বক্ষে সবলে পদা
ঘাত ও তাহার পতন।)

ম্যা। (শীঘ্র উঠিয়া) নরকের কুকুর, তোমার ইষ্টদেবতাকে স্মর
কর। (বস্ত্রী হইতে একটী ক্ষুদ্র পিস্তল বাহির করিয়া সুরেন্দ্রকে গু
করণ, ও তাঁহার পতন।)

ম্যাক্রেণ্ডেলের প্রস্থান

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বংশবাটী—সুরেন্দ্রের বাটী।

বিরাজমোহিনী গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা।

বিরাজ। দাদা বুধবার হুগলি গিয়েছেন, আজও ফিরলেন না কেন?—তাঁর সেখানে অনেক আলাপী আছে, হয়ত, তাদের কারও বাড়িতে আছেন। কিন্তু তাঁর আমাকে একখানা চিঠি লেখা উচিত ছিল, আমি এখানে ভাবনায় মরি।—আমার দাদার মত দাদা আর কারও হবে না, দাদাকে কত বিরক্ত করি, কিন্তু কিছু বলেন না। (সাশ্রুনয়নে) ছেলেবেলা বাপ্ মা হারিয়েছি, কিন্তু তার জন্য এক দিনও কোন কষ্ট পেতে হয় নি। দাদাই আমার পিতা মাতা সকলের কাজ করেছেন। আমাকে লেখা পড়া শেখাবার জন্য দাদার কত যত্ন, কত আগ্রহ।—একটু পড়ি। (পাঠে অভিনিবেশ।)

পশ্চাদ্দিক হইতে বিনোদিনী কর্ত্তৃক স্বহস্ত দ্বারা বিরাজমোহিনীর চক্ষু আবরণ।

বিনো। কে বল দেখি!

বিরা। (সহাস্যে) আর কে, আমার ভাজ্।

বিনো। (লজ্জিতভাবে হস্ত অপসৃত করিয়া) রঙ্গ দেখ!

বিরা। (সহাস্যে) তা এ আর রঙ্গ কি, আজ না হয় কাল ত হবে? (বিনোদিনীকে নিজপার্শ্বে উপবিষ্ট করাইয়া ও তাঁহার মুখের প্রতি কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) সাধে তোমাকে দাদা অত ভাল বাসেন, তুমি যে সুন্দরী!

বিনো। যাও, যাও, তোমাকে আর ব্যঙ্গ করিতে হবে না, দিদি—আমি ত ভারি সুন্দরী! নিজের গায়ের বাগে চেয়ে বল।

বিরা। আচ্ছা, দাদাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, কে সুন্দরী!

বিনো। তোমার দাদা, তুমি কর।—ও খানা কি, দিদি?

বিরা। ঢাকার "বান্ধব"।

বিনো। ("বান্ধব" হস্তে লইয়া) কোন খান্‌টা পড়্‌ছিলে?

বিরা। কালীপ্রসন্নবাবুর "গৃহিনীরোগ"!

বিনো। কালীপ্রসন্নবাবুর গৃহিনীরোগ!

বিরা। (সহাস্যে) ঐ নামে তাঁর রচনা!—সত্য, ভাই, গৃহিনীরোগ বড় ভয়ানক রোগ। তোমার মত যার স্বভাব চরিত্র মিষ্ট নয়, তাকে যেন কেউ না বে করে। চিরকাল স্বামীকে দগ্ধে মারবে।

বিনো। (দক্ষিণবাহু দ্বারা বিরাজকে বেষ্টনপূর্ব্বক) তুমি আমাকে ভাল বাস বলে, দিদি, তুমি আমাতে সকল গুণই দেখতে পাও।—হাঁ, দিদি, তুমি "স্বর্ণলতা" পড়েছ?

বিরা। কোন্ "স্বর্ণলতা," ভাই?

বিনো। "জ্ঞানাঙ্কুরে" যা প্রথম বেরিয়েছিল।

বিরা। ওঃ, "স্বর্ণলতা" আর পড়ি নি?

বিনো। আচ্ছা, দিদি, ও বইখানার তেমন নাম বেরুল না কেন?

বিরা। ওতে যে কাটাকাটি মারামারি কিছু নেই! কাটাকাটি মারামারি থাকলেই আজ্ কাল বই খুব ভাল হয়। শীঘ্র নাম বেরয়।

বিনো। আমি "জ্ঞানাঙ্কুর" অনেক দিন দেখি নি। এখন লেখা কেমন চল্‌ছে, দিদি?

বিরা। খুব ভাল চল্‌ছে। "বঙ্গবিজেতা"র লেখক রমেশবাবু এখন ওর সম্পাদক। দাদা বলেন, "রমেশবাবুর মত বিদ্বান্ আর সুনিপুণ লেখক আমাদের দেশে অল্প আছেন। সময়ে তিনি বঙ্কিম বাবুর সমান হতে পারেন।

বিনো। তাঁর মত লোক সম্পাদক হলে আর ভাল চল্‌বে না?—হাঁ, ভাল কথা মনে পড়ে গেল, তোমার দাদা কি আজও আসেন নি?

বিরা। (সহাস্যে) বলি বলি মনে করি, লাজে না সরে বাণী!—ভাল কথা মনে পড়ে গেলই বটে! ওটা যেন বড় একটা দরকারী কথা নয়! অথচ এঁটে জিজ্ঞাসা করবার জন্যে তোমার প্রাণটা এতক্ষণ ছট

কচ্ কর্ছিল! "জ্ঞানাঙ্কুর", "স্বর্ণলতা", হ্যান ত্যান কতক্ গুল আগ্ড়ম্ বাগ্ড়ম্ বকিয়ে মার্ছিলে। আমি চুপ্ করে বসে আছি, বলি দেখি দিদি কত ক্ষণে জিজ্ঞাসা করে! (বিনোদের গাল টিপিয়া) এত চালাকী শিখ্লে কবে?

বিনো। না, বল না, দিদি, তিনি এসেছেন্ কি না?

বিরা। (সহাস্যে) এলে কি আর তোমার সঙ্গে না দেখা করে আগে এখানে আস্তেন্!—আহা, ভগ্নীর আমার মুখ খানি অমনি শুকিয়ে গেল!—একটু কাঁদতে হবে নাকি?

বিনো। (বিষণ্ণমুখে ঈষৎ হাস্যের সহিত) হুঁ—উ—উ, কাঁদ্তে হবে বে কি!—হ্যাঁ, দেখ, দিদি, হরিদাদা অনেকক্ষণ একলা বাইরে বসে আছেন। আমি তাঁরি সঙ্গে এসেছি। তাঁকে এই খানে ডেকে নিয়ে আস্‌ব?

বিরা। নি—য়ে আ—স্—বে, নি—য়ে—এ—স।

বিনো। "নি—য়ে—আ—স—বে, নি—য়ে—এ—স", অমন করে কথা বলা কেন? তিনি কি কখন বাড়ির ভিতর আসেন্ নি? আমি তাঁকে নিয়ে আসি।

[illegible] ও হরিপ্রিয়ের সহিত পুনঃপ্রবেশ।

বিনো। একি, দুজনেই ঘাড় হেঁট্ করে রইলে যে?

বিরা। (স্বগত) বিনোদের মত পাগল যদি আর কোথাও দেখে থাকি!

হরি। বিনোদ, বাইরে ছড়ি গাছটা ফেলে এসেছি, কেউ আবার নিয়ে টিয়ে যাবে, আমি একবার দেখে আসি।

বিনো। কে তোমার ছড়ি নিয়ে যাবে?

হরি। (স্বগত) কোন মতে পাশ্ কাটিয়ে পালাতে পার্লে বাঁচি। আমি সব করতে পারি, কেবল মেয়ে মানুষ গুলর চাউনি সহ্য কর্তে পারিনি, গায়ে যেন কাঁটা ফোটে। (প্রকাশ্যে) আমি একবার দেখে আসি।

বিনো। (সহাস্যে) বুঝেছি, যাও।

হরি। (স্বগত) [illegible] বাপ্, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

[প্রস্থান।

বিনো। হরিদাদা, কেমন এক রকম লোক। মনটা সাদা, অথচ তারি সঙ্গে কেমন একটু "ছেলেমান্‌ষি—দুষ্টুমি" আছে। ওঁকে দেখে তুমি অত লজ্জা কর কেন, দিদি?

বিরা। চল ভাই, একবার ছাদে যাই, ভর্ত্তাদের বলে কেমন এক রকম সুন্দর ফুলের গাছ কিনেছি, দেখাইগে চল।

বিনো। হুঁ—উ, কথাটা অমনি ঢেকে গেল! আচ্ছা, দিদি, আমি সব বুঝতে পারি!

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বংশবাটী—রাজচন্দ্র বসুর বাটীর অনতিদূরে নরসীকুল ও গ্রাম্য পথ।

সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

সুরে। কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, নরাধম! বাহুস্কন্ধের এক মাংসপেশীতে মাত্র আঘাত লেগেছিল, তাই রক্ষা পেয়েছি। পাপিষ্ঠ, নারকী আমার জীবন নাশ কর্‌তে কৃতসংকল্প হয়েছিল! (নতজানু হইয়া, মুষ্টিবদ্ধকরে) স্বর্গ সাক্ষী, যদি জীবিত থাকি, পূর্ণমাত্রায় এর প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌ব। (উত্থান ও পরিক্রমণ।) বিনোদ্ আর বিরাজ হয়ত আমার জন্য কত ভাবছে।

হরিপ্রিয়ের প্রবেশ।

এই যে, হরি যে! সব ভাল ত?

হরি। (সাশ্চর্য্যে) একি আপনার কাপড়ে রক্তের দাগ্ যে! আর স্থানে স্থানে কাদা মাখান! কোথায় পড়ে টড়ে গিছ্‌লেন্ না কি?

সুরে। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) হ্যাঁ, একরকম পড়ে যাওয়াই বটে! বিনোদ্ কেমন আছে? আমার জন্য কি বেশি চিন্তিত হয়েছিল?

হরি। (স্বগত) এঁর মনটা কিছু ভার ভার বোধ হচ্চে—বেশ সুযোগ পেয়েছি, সেইটে একবার জানিয়ে নিই; ঁ করে লেগে যাবে এখন।

মনে কোন অসুখ থাকলে লোকে শীঘ্র মনটা প্রকাশ করে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, হয়েছিল বৈকি। পর্শু একবার আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।—আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?

সুরে। (স্বগত) কেবল পর্শু একবার আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, আর না? (প্রকাশ্যে) ছিলেম্ এক জায়গায়। বিরাজ্ কেমন আছে, জান?

হরি। ভাল আছেন্। তিনি আপনার জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন্। দুবেলা আমাদের বাড়িতে, আপনার কোন সংবাদ পাওয়া গেল কি না, জান্‌তে পাঠাতেন্। তা আগে বাড়ি যাবেন্, না, আমাদের এই খানেই আস্‌বেন্?

সুরে। না, আগে বাড়ি যাব।

হরি। বিনোদ্‌কে আপনার আসার সংবাদ দিই গে। শুন্‌লে কত খুসি হবে এখন! (স্বগত) টোপ্ ধরেছে বোধ হচ্ছে, এখন গিল্‌লে হয়। (প্রকাশ্যে) আপনার কি কিছু অসুখ হয়েছে?

সুরে। হুঁ, হয়েছে। তুমি এখন যাও।

[ হরিপ্রিয়ের প্রস্থান।

মনটা বড় অস্থির হয়েছে।—প্রতারিত হবার জন্যই কি জন্মেছি, না হরি মিথ্যা কথা বলছে?—না,না, এমন কখন হবে না। বিনোদের সরল ও পবিত্র প্রণয়কে অবিশ্বাস কর্‌লে পাপ হবে। বিনোদ্ আমারই—শতবার, সহস্রবার আমার। আর কারও নয়। প্রাণ থাক্‌তে আর কারও হতে দেব না।

[ প্রস্থান।

বিনোদের সহিত হরিপ্রিয়ের পুনঃপ্রবেশ।

হরি। (স্বগত) এটাকে সোজা করি কি করে?—একে আর এক রকম করে বোঝাতে হবে। (প্রকাশ্যে) দেখ, বিনোদ্, সুরেন্‌বাবুর আজ্ বড় অসুখ হয়েছে। তাঁকে বেশি বকিও না।

বিনো। (অধোবদনে, মৃদুস্বরে) তাঁর অসুখ হয়েছে শুনেই ত আস্‌ছি। কি অসুখ হয়েছে, দাদা, জান?

হরি। তা ঠিক্ বল্‌তে পারি নে। কিন্তু তুমি যদি অধিক কথা কও

কাজেই তাঁকেও কইতে হবে, কিন্তু তাঁর তাতে ভারি কষ্ট হবে। যাবে, আর দুট কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করেই চলে আস্‌বে, বস্।

বিনো। আমি দিদির কাছে চুপ্ করে বসে থাক্‌ব।

হরি। না, না, না, তা কর না। (সহাস্যে) তোমাকে তিনি যে ভাল বাসেন্, তুমি কাছে থাক্‌লে তিনি কথা না কয়ে থাক্‌তে পার্‌বেন্ না। তাঁর ভাল চাও ত, যাবে আর চলে আস্‌বে।

বিনো। তিনি তাতে কিছু মনে কর্‌বেন্ না ত?

হরি। এমন পাগল দেখি নি! তাঁর ব্যারাম, তিনি আবার মনে কর্‌বেন্ কি?

[ উভয়ের প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হুগলী—ম্যাক্রেণ্ডেলের বাটী।

কতকগুলি বন্দী বাটীর জীর্ণসংস্কারে নিযুক্ত।

১ম বন্দী। ম্যাজিষ্ট্রের্ বেটার বাড়ি আর সারা হয় না। রোজ্ নতুন ফরমাজ্। কেবল ভাঙ্গ আর গড়। মাইনে ত আর দিতে হয় না, সরকারী কাজের নাম করে আমাদের খুব খাটিয়ে নিচ্চে। কিন্তু নিত্য ত আর এ মারপীট, ভাই, সহ্য হয় না।

২য় ব। আস্তে আস্তে বল্। কোন্ বেটা শুন্‌তে পেয়ে, গিয়ে লাগিয়ে দেবে, আর পিঠের চামড়া থাক্‌বেনা।

১ম ব। অরে লাগাতে যাবে কে? সকলেরই যে এক দশা।

৩য় ব। আরে ভাই, যদি পুর খেতে পাই, তা হলেও না হয়, চক্ষু কান্ বুজে মার খাই। তা তাই বা পাই কই? পোন্ কুন্‌কে চেলের ভাত্ আর দু হাতা মসুর ডাল্, এইতে কি চব্বিশ ঘণ্টা চলে? সরকার বাহাদুরের যা দেবার হুকুম্ আছে, শুনেছি, তা দেয় না কেন?

২য় ব। সে গুড়ে বালি। কেষ্টা শালা তার তিন ভাগ চুরি করে।

৪র্থ ব। (সক্রোধে) রেখে দে তোদের ও সব কথা। মাজিষ্টর্‌ বেটার হাত থেকে মাগ্‌ বনের ধর্ম্ম রক্ষার উপায় কি বল্‌ দেখি?

১ম ব। ধর্ম্মই ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বেন্‌, আমরা আর কি কর্‌ব বল্‌। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

৪র্থ ব। তোরা যদি বুকে সাহস বাঁধ্‌তে পারিস্‌, ত একবার হাজারিবাগ্‌ জেলের গোছ্‌ করে তুলি—

এক জন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। চল্‌, চল্‌, সব ওদিকে চল্‌।

[সকলকে লইয়া প্রস্থান।

ম্যাক্রেণ্ডেল্‌ ও কৃষ্ণদাসের প্রবেশ।

ম্যা। বল কি, সত্য না কি?

কৃ। হাঁ, ধর্ম্মাবতার, আমি কি আর আপনাকে মিছে কথা বল্‌ছি? হারু গোয়ালা বলে, যে সে স্বচক্ষে আপনাকে গুলি কর্‌তে দেখেছে, আর সেই বেটাই, আপনি চলে গেলে, সুরেন্‌বাবুর মুখে হাতে জল দিয়ে তাঁকে বাঁচায়।

ম্যা। কিন্তু আমি কখন গুলি করি নাই, বুঝিয়াছ?

কৃ। আপনার দয়ার শরীর, প্রভু, আপনি কি কখন এমন কাজ্‌ কর্‌তে পারেন্‌?—কিন্তু হারু বেটার মুখ বন্ধ করা ভারি প্রয়োজন, কথাটা রট্‌তে দেওয়া কিছু নয়।

ম্যা। সত্য কথা বলিয়াছ। (চিন্তাপূর্ব্বক) ইংরাজসিংহ দীর্ঘজীবী হউক! আমরা চিরকালই ঘৃণিত দেশীয়দিগকে পদতলে দলিত করিতে পারিব। অতি সদুপায় হইয়াছে, কৃষ্ণদাস।

কৃ। ইংরাজসিংহ দীর্ঘজীবী হউক্‌! দেশীয়েরা চিরকালই আপনাদের দাসানুগত দাস থাক্‌বে। কি উপায় ঠিক্‌ করেছেন্‌, প্রভু?

ম্যা। ষ্টীফেন্‌ সাহেবের নূতন বিধি আমাদিগের স্থায় স্থায়পরায়ণ বিচারকদিগের হস্তে লৌহদণ্ডস্বরূপ হইয়াছে। হোঃ, হোঃ, হোঃ।

তুমি ঐ গোয়ালার নামে প্রবঞ্চনার অভিযোগ কর। সে তোমাকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ বলিয়া পাণিমিশ্রিত,কদর্য্য দুগ্ধ বিক্রয় করিয়াছে। বুঝিয়াছ ত?

কৃ। এর জন্য পরে কোন গোলযোগ হবার সম্ভাবনা নেই ত?

ম্যা। কিছুমাত্র না। তিন মাস কাল পর্য্যন্ত কারাবাসের আজ্ঞার উপর অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। আমার বিচারই চূড়ান্ত। সাক্ষীরা কি বলিল না বলিল, তাহাও কিছু লিখিয়া রাখিতে হইবে না। হোঃ, হোঃ, হোঃ। ইহা অতি সুন্দর বিধি, না?

কৃ। এই প্রকার বিধি না থাক্‌লে আপনাদের কর্ত্তৃত্ব বজায় থাক্‌বে কেন, ধর্ম্মাবতার? অতি সুনিয়ম, প্রভু। এই রকম বিধি সৃষ্টি করবার জন্যই ত গবর্ণমেণ্ট্ অত টাকা বেতন দিয়ে এক জন বড় সাহেব রেখেছেন্।

একজন বন্দী ও একটী স্ত্রীলোককে লইয়া দুই জন প্রহরীর প্রবেশ।

১ম প্রহরী। ধর্ম্মাবতার, এই বেটা সেই ডাকসাইটে চোর, পরাণে। অনেক কষ্টে আজ্ ধরা পড়েছে।

ম্যা। ও স্ত্রীলোকটী কে?

২য় প্র। আজ্ঞে ওর্ স্ত্রী। ওর কাছে বামাল পাওয়া গেছে বলে, ওকে শুদ্ধ নিয়ে এসেছি।

ম্যা। (স্ত্রীলোকটির প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) উত্তম করিয়াছ। উহার নিকট হইতে উহার স্বামীর সকল কথা সহজে বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। (২য় প্রহরীর প্রতি) তুমি উহাকে ঐ ঘরে লইয়া যাও, উহাকে আমি কতক গুলি প্রশ্ন করিব।

বন্দী। (উদ্বিগ্নচিত্তে) যা জিজ্ঞেস্ কর্‌তে হয়, এইখেনে করুন্, স্বতন্ত্র ঘরে নিয়ে যাবার দরকার কি?

১ম প্র। চুপ্ করে থাক্, বেটা চোর। (বন্দীকে প্রহার।)

ম্যা। (স্ত্রীলোকটীর প্রতি) তুমি ভাইস না, তোমার কোন ভয় নাই।

স্ত্রী। (ভয় ও ক্রন্দনের সহিত) ওমা, আমাকে কোথায় ধরে নিয়ে যায় গো? আমি একলা যাব না।

ম্যা। আইস, আইস, কোন ভয় নাই।

(বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকটীকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া প্রস্থান।

বন্দী। আমার বড় ভয় হচ্চে, সাহেব আমার স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করবে। আমি চকের সুমুখে এ দেখ্‌তে পারি নে। (হঠাৎ প্রহরীদিগের হস্ত ছাড়াইয়া ম্যাক্রেণ্ডেল্ সাহেবের পশ্চাদ্ধাবন।)

ক্র। অরে ধর্, ধর্—

[সকলের নিষ্ক্রমণ।

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বংশবাটী—সুরেন্দ্রের বাটী।

বিরাজমোহিনী ও সুরেন্দ্র আসীন।

বিরা। (ঈষৎ ভয়কুণ্ঠিতস্বরে)—দাদা, প্রতিহিংসা করা কি ভাল?

সুরে। এত ঠিক্ প্রতিহিংসা হচ্চে না, বিরাজ্,—এ দুষ্টের দমন।

বিরা। যখন বিচারালয় রয়েছে, তখন সে ভার কি আমাদের নিজের হাতে নেওয়া উচিত?

সুরে। বিচারালয় যে থেকেও নেই?—আত্মসমর্থন কর্‌তে আমাদের সকলেরই স্বাভাবিক অধিকার আছে, এবং করাও একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আত্মরক্ষা প্রকৃতির প্রথম অনুশাসন। কিন্তু সভ্যতাবিস্তারের সহিত সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যই সেই স্বত্ব ও অধিকার কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহারা সাধারণের প্রতিনিধিস্থলে অভিষিক্ত হয়ে, সত্য বিচার করবেন্ এই শপথপূর্ব্বক, সেই গুরুতর কর্ম্মের ভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করেন্। কিন্তু তাঁহারাই যখন অত্যাচারী, উৎপীড়ক ও স্বার্থপরায়ণ হয়ে উঠেন্, যখন ধর্ম্মাসনসকল পক্ষপাতদোষদুষ্ট হয়, যখন শুক্লকৃষ্ণবর্ণের তারতম্য অনুসারে বিচারকদেরও তারতম্য হতে আরম্ভ করে, যখন অজাতশ্মশ্রু, ইন্দ্রিয়সুখা[illegible], লম্পট, বিদেশীয় বালকদের উপর সহস্র সহস্র লোকের [illegible], [illegible] ও

মান রক্ষা বা নষ্ট কর্‌বার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিক্ষিপ্ত হয়,—তখন আমাদের সেই আদিম স্বত্ব আমাদের হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন উপেক্ষা করে থাকা মূর্খতা, ভীরুতা, অমানুষতার কর্ম্ম,—তখন তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর্‌লে ঘোর প্রত্যবায় আছে।

বিরা। দাদা, সকল বিচারকই কিছু পক্ষপাতী নন্, আর কোন অন্যায়, কোন অত্যাচারই চিরস্থায়ী হয় না। রাত্রির পর দিন হয়ই হয়। প্রতিশোধের চেষ্টা অপেক্ষা সহিষ্ণুতা ভাল নয়, দাদা?

সুরে। সহিষ্ণুতা! সহিষ্ণুতা!!—আর আমার সম্মুখে সহিষ্ণুতার নাম কর না, বিরাজ! কথাটা শুন্‌লে, আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠে। (দন্তের উপর দন্ত স্থাপনপূর্ব্বক) সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা করে ভারতের কি অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ ত!

বিরা। (স্বগত) আর না। আমি স্ত্রীলোক ওঁর সঙ্গে তর্কে পার্‌ব কেন? (নেপথ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) এই যে রাগের ঔষধ আস্‌ছে! বিনোদের মুখ দেখ্‌লেই দাদার সব রাগ পড়ে যাবে এখন! (প্রকাশ্যে) দাদা, দাদা, বিনোদ্ আস্‌ছে!

সুরে। কে বিনোদ আস্‌ছে,—হুঁ।

বিরা। (স্বগত) "কে বিনোদ্ আস্‌ছে—হুঁ," এইতেই হয়ে গেল? দাদার আজ্ হয়েছে কি?

সুরে। (স্বগত) আমি একটু গম্ভীর হয়ে থাকি,—দেখি, বিনোদ্ এসে কি করে, তা হলেই ওর মনের ভাব বোঝা যাবে এখন। আর হরি সঙ্গে আছে,—সেও দেখুক, বিনোদ্ আমাকে কত ভাল বাসে। (পার্শ্ব পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক শয়ন।)

বিনোদিনী ও হরিপ্রিয়ের প্রবেশ।

হরি। (জনান্তিকে বিনোদের প্রতি) দেখ্‌লে ত, তোমাকে আস্‌তে দেখেও পাশ্ ফিরে শুলেন্। ওঁর এমনি অসুখ যে তোমাকে এত ভাল বাসেন্, কিন্তু তোমাকেও ওঁর আজ ভাল লাগ্‌ছে না! সাবধান, ওঁকে বেশি বকিও না।

[প্রস্থান।

বিরা। (বিনোদের নিকট আগমনপূর্ব্বক ও দুই হস্ত দ্বারা তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া) এস, বস্, এস।

বিনো। (মৃদুস্বরে) উনি অমন করে রয়েছেন্ কেন? ওঁর কি কিছু অসুখ করেছে?

বিরা। কৈ—না—হ্যাঁ—না—এমন কিছু নয়।

বিনো। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) "কৈ—না—হ্যাঁ—না—এমন কিছু নয়," এতে আমি কি বুঝ্ব, এর্ মানে কি?

বিরা। (সহাস্যে) ওর্ মানে কি, ওঁকেই কেন জিজ্ঞাসা কর না? উনি ত আর তোমার ভাশুর নন্।

বিনো। দিদির কেবল ঠাট্টাই আছে। (কিঞ্চিদগ্রসরণপূর্ব্বক, সুরেন্দ্রের প্রতি মৃদুস্বরে) আপনি কেমন আছেন্?

সুরে। (গম্ভীরস্বরে) অমনি এক রকম।

বিনো। (অশ্রুমুছিয়া, স্বগত) একবার আমার মুখের বাগে মুখ ফিরিয়ে চাইলেন্ না। আমার কান্না আস্ছে।

সুরে। (স্বগত) চুপ্ করে রইল দেখি? (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) তবে কি হরির কথা সত্য?—না, না, এমন কখন হবে না, মনে হলে বুক ফেটে যায়!—বিনোদ্ আমারই।

বিরা। (স্বগত) সাহেবের সঙ্গে মারামারি হয়ে অবধি দাদার মন এমনি খারাপ্ হয়ে গেছে, যে বিনোদের সঙ্গে পর্য্যন্ত একবার মুখ তুলে কথা কইলেন্ না। বিনোদ্ হয়ত মনে মনে কত দুঃখ কর্ছে। যাকে আন্তরিক ভাল বাসা যায়, তার একটু অযত্ন দেখলে মন একেবারে পুড়ে যায়।

বিনো। (চক্ষু মুছিয়া, অতি নম্রস্বরে) তবে আমি কি এখন যাব?

সুরে। (অতিশয় ব্যথিতাঃন্তকরণে—স্বগত) এখনই যেতে চায়! তবে কি হরির কথা নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়?—বিনোদ্ আমাকে নিশ্চয়ই ভাল বাসে। আমি কোন্ প্রাণে এমন প্রণয়ের স্বপ্ন পরিত্যাগ করে উঠ্ব? শেষে কি মরীচিকামাত্র হল? (প্রকাশ্যে) যা—বে যা—ও।

বিনো। (সজলনয়নে, বিরাজের প্রতি) তবে, দিদি, আমি এখন আসি।

বিরা। (বিনোদের হস্তধারণপূর্ব্বক) হাঁ, এখনি যাবে বৈ কি, তোমাকে যেতে দিচ্ছি এই যে !

সুরে। (বিরাজের প্রতি) আমি একটু মাঠে বেড়িয়ে আসি।

[ প্রস্থান।

বিনো। দিদি, আমাকে কিছু বল না। (বিরাজের স্কন্ধোপরি নিজ-মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক নীরবে রোদন।)

বিরা। (বিনোদের চক্ষু মুছাইয়া দিয়া) ছি, বন্, তুমি বড় পাগল। তোমার রকম দেখে হাঁসিও পায়, কান্নাও পায়। সেই যে বৈষ্ণবী সে দিন গাচ্ছিল——

গীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

কে বোঝে রমণীমন, তার প্রণয় কেমন।
অপরূপ রূপ হেরি, হই বিস্মিত বদন॥
হাঁসিমুখে স্বর্গবাস, না দেখিলে সর্ব্বনাশ,
ক্ষণে রৌদ্র, ক্ষণে মেঘ, কিবা বিধির সৃজন।
এমন প্রণয় করে, কেন মরমেতে মরে,
হৃদয়ের ধন অহে, করে নারী বিসর্জ্জন।
বলি আমি শুন ভাই, প্রণয়েতে কাজ নাই,
প্রণয়ের মুখে ছাই, হরি হরি বল মন॥

বিনো। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) আচ্ছা, দিদি, দেখা যাবে, তোমারও এক দিন আছে। পরের বেলা ঠাট্টা করা সহজ।

বিরা। আমি কিছু বেও করব না, তার কথাও নয়। ওতে কি সুখ আছে, কেবল জ্বালাতন্ হয়ে মরতে হয় বৈ ত নয় !

বিনো। (বিরাজের গাল টিপিয়া) ঈস্, তাইত গা, ঠাকুরুণ আমার চিরকুমারী থাকবেন !

[ উভয়ের প্রস্থান।

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বংশবাটী—রাজচন্দ্র বসুর বাটী।

হরিপ্রিয় ও রাজচন্দ্রের প্রবেশ।

রাজ। বল্‌ছ, ভাই, বটে, কিন্তু শেষে ভাল কর্‌তে গিয়ে মন্দ হবে না ত? সুরেন্ যদি উল্‌টে রাগ করে বসে? যদি বলে নাহি করেঙ্গা? কি জানি, ভাই, আজ্‌কালের ছেলে, ইংরিজি ধাত্!

হরি। আমি আপনাকে আর কতবার করে বোঝাব? অমনি করে না ভয় দেখালে উনি এখনও হয়ত আরও দুবৎসর বে করতে দেরি করবেন্। তা হলে আপনার জাতকুল থাকে কোথায়? একেই ত সব পাড়ার শত্রুরা কত কি বল্‌ছে। এমন কি মধ্যে একবার আপনাকে একঘরে কর্‌বার কথাও উঠেছিল।

রাজ। হ্যাঁ—াঁ—াঁ, হ্যাঁ—াঁ—াঁ, বটে, বটে, কি সর্ব্বনাশ! তবে ত বিবাহটা অনতিবিলম্বেই দিতে হচ্ছে! তুমি যে ভয়প্রদর্শনের উপায় বল্‌ছ, সে উপায় অবলম্বন না করলে যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তা হলে সুতরাং আমাকে তাই কর্‌তে হবে।—আচ্ছা, এতে বিনু ত আমার উপর রাগ কর্‌বে না?

হরি। (সাহাস্যে) বলে পাগ্‌লা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা! ১৬।১৭ বৎসরের মেয়ে—একেবারে আগুন্—সে আবার বে কর্‌তে চাইবে না? সে যদি আজ্ পায় ত কাল চায় না।—আর এতে আপনি এত ভয় পাচ্ছেন্ কেন? উদ্দেশ্য সৎ হলে, তৎসিদ্ধির নিমিত্ত অবলম্বনীয় মার্গও সৎ বলে ধর্ত্তব্য।

রাজ। তবে সুরেন্‌কে একবার ডাকিয়ে পাঠাও।

হরি। (আহ্লাদে) যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাজ। (চিন্তিতভাবে) বড় মনঃপুত হচ্ছে না। কিন্তু জাতকুল ত রাখা চাই? শাস্ত্রে আছে, স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ——

হরিপ্রিয়ের সত্বরে পুনঃপ্রবেশ।

হরি। সুরেন্ বাবু আস্‌ছেন্। দেখ্‌বেন, যেন আপনি ভেঙ্গে ফেল্‌বেন না।

সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

রাজ। এস, দাদা, এস,—বস। ভাল, আছ ত? ক দিন দেখ্‌তে পাইনে কেন?—তোমার সঙ্গে একটা গুরুতর কথা আছে, দাদা।

সুরে। (বিনীতভাবে) কি কথা বলুন্‌ না।

রাজ। বলি, দাদা, আমার পৌত্রীর ত বয়স্‌ হয়েছে, আর ত আমি তাকে রাখ্‌তে পারি নে। পাড়ার লোকে সব কত কি কুৎসা কর্‌ছে।

হরি। (জনান্তিকে, রাজচন্দ্রের প্রতি) হুঁ, হুঁ, বেশ [illegible]চ্ছ, বলে যান্‌।

রাজ। তুমি, দাদা, মনের কথা ভেঙ্গে বল। যদি বিনোদকে ত্বরায় বিবাহ কর্‌তে স্বীকার থাক ত বল, আর যদি না থাক, তাও বল। তোমাকে মেয়ে দেওয়া, দাদা, শুদ্ধ তুমি ছেলে ভাল [illegible] বই ত নয়? তোমার চেয়ে ধনী অনেক আছে।

হরি। (জনান্তিকে) [illegible] বেশ হচ্ছে, বলে যান্‌, বলে [illegible]।

রাজ। কত রাজা রাজড়ার বাড়ি থেকে পর্য্যন্ত সম্বন্ধ আস্‌ছে। সে সব কেবল তোমার আশাতেই এত দিন ছেড়ে দিইছি, কিন্তু শেষকালে কি আমরা সকল দিক্‌ হারিয়ে ফাঁফরে পড়্‌ব?

হরি। (স্বগত) সুরেনের মুখটা অমনি ভারি, গোঁ, হয়ে এসেছে! আমার নাচ্‌ পাচ্ছে! লোকের যেমন খিদে পায়, আমার তেমনি বেশি আহ্লাদ হলে নাচ্‌ পায়! কেউ এখানে না থাক্‌লে আমি একবার নেচে নিতেম্‌!

সুরে। (গম্ভীরভাবে) আপনার পৌত্রীর এবিষয়ে মতটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কি?

রাজ। কোন্‌ বিষয়ে মত কি?

সুরে। এই অন্য কারও সঙ্গে বিবাহের বিষয়ে?

রাজ। সে মেয়েছেলে, তার আবার একটা মতামত কি? আমি যা কর্‌ব তাই হবে।

সুরে। তবু, একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন্‌ কি?

হরি। (জনান্তিকে) বলুন্‌ না, হ্যাঁ তার মত আছে। এটে বল্লেই উনি এখনি বে কর্‌তে স্বীকার হবেন্‌। বলে ফেলুন্‌, ভয় কি?

রাজ। তার ত মত আছেই, অনেক দিন অবধিই আছে। কত রাজার—(ব্রস্তভাবে) ও কি, দাদা, উঠ্‌লে যে, যাও কোথায়, কর কি?

সুরে। আজ্ঞা, ঐ কথাটা শোন্‌বার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করে-ছিলেম্‌। মহাশয়, আমি আপনার পৌত্রীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কোন রাজার বাড়ীতে তার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির কর্‌বেন্‌। দাস বিদায় হল।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

রাজ। অ দাদা, যেওনা,—অ দাদা, যেওনা, একটা কথা শুনে যাও।

সুরেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান ও শীঘ্র পুনঃপ্রবেশ।

রাজ। তোর পরামর্শেই ত এইটে ঘট্‌ল? যা ভেবেছিলেম্‌, তাই হল? সুরেন্‌ রাগ করে চলে গেল? এ যে মহাবিপদে পড়্‌লেম্‌ গা! বিনু আমার যে শুনলে কেঁদে মরবে এখন, তার কি করি,—হাঁ—হাঁ, কি করি?

হরি। আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন্‌ কেন? স্থির হন্‌। সুরেন্‌ না আসে তখন ত?

রাজ। সুরেন্‌কে তুই না ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌লে, আমি মাথা খুঁড়ে মর্‌ব।

হরি। আচ্ছা, একটা কথা বলি, যদি সুরেন নাই আসে, তা হলে কি আর আপনার পৌত্রীর বিবাহ একেবারে আট্‌কে থাক্‌বে?

রাজ। আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব না কি গা? যতক্ষণ না সুরেন্‌ ফিরে আস্‌বে,—ততক্ষণ আমি জলস্পর্শ কর্‌ব না।

[ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান।

হরি। নারদ! নারদ! কি মজাটাই লাগিয়ে দিয়েছি! এক এক জনের কাছে এক এক রকম কথা! যার কাছে যেটা খাটে! যেমন ঝোপ, তেমনি কোপ্‌। কেবল ঐ ছুঁড়িটের কিছু কর্‌তে পার্‌লেম্‌ না। একেবারে বজ্জাৎটুনি!—এই যে নাম না কর্‌তে কর্‌তে এসে উপস্থিত।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

তোমাকে আমি সে দিন বল্‌লেম্, স্বরেন্ বাবুর আর তোমার উপর আগেকার মত মন নেই, তুমি মোটেই বিশ্বাস কর্‌লে না, কিন্তু আজ্ একেবারে তিনি কর্ত্তার কাছে স্পষ্ট জবাব দিয়ে গেছেন্।

বিনো। কেন, কেন, কি হয়েছে, তিনি কি বলেছেন্।

হরি। কর্ত্তা আজ্ তাঁকে ডাকিয়ে বেশ মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে বল্‌লেন্, "দাদা, বিনোদের বয়স্ হতে চল্‌ল, তাকে বিবাহ কর্‌তে আর বিলম্ব কর্‌ছ কেন? আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কবে আছি, কবে নেই, সত্বর তোমাদের বিবাহ হোক্, দেখে সুখী হয়ে মরি"। তা বাবু একেবারে তেরিয়া হয়ে উঠে উত্তর কর্‌লেন্ কি না, "মহাশয়, আমি আপনার পৌত্রীর সম্পূর্ণ অযোগ্য, আপনি আর কোথাও তার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করুন," অর্থাৎ বুঝেছ, তুমি তাঁর সম্পূর্ণ অযোগ্য, তোমাকে তিনি বে কর্‌তে চান্ না। বলেই, বাবু একেবারে হন্ হন্ করে চলে গেলেন্। কর্ত্তা কত ডাক্‌লেন্, কত মিনতি কর্‌লেন্, বাবু তাতে ভ্রুক্ষেপও কর্‌লেন্ না। একেবারে সটান্ চলে গেলেন্। (স্বগত) চক্ক হল হুস করে এয়েছে।

বিনো। (অশ্রুত্যাগ পূর্ব্বক, অধোবদনে, অর্দ্ধোক্তিতে) আমি তাঁর অনুপযুক্ত তার আর সন্দেহ কি, কিন্তু তা বলে যে তিনি অন্য কোথাও আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির কর্‌তে বলেছেন্, এ তাঁর নিজের মুখে না শুন্‌লে আমার বিশ্বাস হয় না।

হরি। (ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিয়া) আমি তবে মিথ্যা কথা বল্‌ছি, না? তুমি তোমার ভাল বাসা নিয়ে ধুয়ে খাও গে। কলিকালের ছুঁড়ি গুল সব কেমন এক এক রকম। ভাল আপদ্।

[বেগে প্রস্থান।

বিনো। (অশ্রু মুছিতে মুছিতে) দাদা, আমার উপর রাগ করনা দাদা।

[প্রস্থান।

# ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

---

হুগলির সাধারণ উদ্যান।

## সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

সুরে। এখনও গাড়ি ছাড়্বার প্রায় দু ঘণ্টা বিলম্ব আছে, ততক্ষণ এইখানে একটু বেড়াই।—নাঃ, বসি। (উপবেশন) কলিকাতায় গিয়ে একটা বাড়ী ঠিক্ করে এসেই বিরাজ্‌কে এখান থেকে নিয়ে যাব। দুই ভাই ভগ্নীতে সেইখানে থাক্‌ব। বিরাজ্ ত আর কখন আমার পর হবে না? ভগ্নীস্নেহ নিস্বার্থ ও পরিবর্ত্তবর্জ্জিত। কলিকাতায় সাহিত্য আর বিজ্ঞানচর্চ্চাতেই দিনাতিপাত কর্‌ব। কথায় বলে—বড় সহর, বড় বন। সেখানে আমার চিত্তচাঞ্চল্যের কোন কারণ থাক্‌বে না। (চিন্তাভিভূতভাবে অবস্থিতি।)

## একদল ইংরাজী বাদ্যকরের প্রবেশ, বাদন ও প্রস্থান।

## কৃষ্ণদাস ও (কষাহস্তে) ম্যাক্রেঞ্জেলের প্রবেশ।

ম্যা। এমন চমৎকার উদ্যান, এমন সুমধুর বাদ্য, দেশীয় রাজাদিগের অধীনে থাকিলে তোমরা কখন ভোগ করিতে পাইতে?

কৃ। না, ধর্ম্মাবতার! এ সমস্তই আপনাদের সুশাসনের ফল। কাকে উদ্যান বলে, কিসে কিসে সঙ্গীত হয়, হিন্দুরা তার কিছুই জান্‌ত না,—বিন্দুবিসর্গও না।

ম্যা। (সুরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক) কে ও ব্যক্তি বসিয়া আছে? আমাকে দেখিয়া সেলাম্ করা দূরে থাকুক, একবার উঠিয়া দাঁড়াইল না পর্য্যন্ত?—এ সকল সাধারণ উদ্যানে অর্দ্ধসভ্য বাঙ্গালিদিগের প্রবেশনিষেধের নিমিত্ত একটা বিশেষ রাজনিয়ম নির্দ্দিষ্ট হওয়া অতি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।—আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি,

উচ্চশিক্ষা বঙ্গ হইতে নির্ব্বাসিত না হইলে, এই সমস্ত অশিষ্টাচারের মূলে কখন কুঠারাঘাত হইবে না। (সুরেন্দ্রের নিকটে আগমনপূর্ব্বক, তাঁহাকে উপানতের অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করিয়া, ব্যঙ্গের স্বরে) আপনি কে গো মহাশয়? (সুরেন্দ্রের মুখোত্তোলন।) কে, সুরেন্দ্রনাথ! তুমি সে দিবস শমনালয়ে গমন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলে কেন? অতি গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছে। (সুরেন্দ্রের মুখে কষাঘাত।)

সুরে। প্রজ্বলিত বহ্নিতে ঘৃতাহুতি! আমি ফিরে এলেম্, তোমাকে সেইখানে পাঠিয়ে দেব বলে। (ম্যাক্রেণ্ডেলের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কষা লইয়া, ও পদাঘাতে তাঁহাকে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া) তোর সে দিনকার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার এই (এক কষাঘাত।)—

কৃ। চৌকিদার, চৌকিদার——

[প্রস্থান।

সুরে। আজ্ যে আমাকে লাথি মেরেছিস্, তার পুরস্কার এই, এই (দুই কষাঘাত।)—আমাকে যে চাবুক্ মেরেছিস্, তার পুরস্কার এই, এই, এই (তিন কষাঘাত।)—আর সুদের স্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ—এই, এই, এই, এই (চারি কষাঘাত।)

[কষা দূরে প্রক্ষেপপূর্ব্বক প্রস্থান।

ম্যা। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) ইউ শ্যাল্ হ্যাভ্ টু পে হেভিলি ফর্ দিস্, বয়, এ্যাণ্ড্ দ্যাট্ এয়ার অ্যানদর্ সন্ সেট্স্।

কৃষ্ণদাসের পুনঃপ্রবেশ।

কৃ। কোন্ দিকে গেল সে বেটা, কোন্ দিকে গেল? ধর্ম্মাবতার—

ম্যা। (সাতিশয় ক্রোধের সহিত) ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মাবতার—

[কৃষ্ণদাসকে প্রহার করিবার মানসে তাহার দিকে ধাবন। কৃষ্ণদাসের পলায়ন ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ম্যাক্রেণ্ডেলের নিষ্ক্রমণ।

নেপথ্যে। (ক্রন্দনের স্বরে) ধর্ম্মাবতার, আমার কোন দোষ নেই—

উঃ, হুঃ, হুঃ——ধর্ম্মাবতার, উঃ, হুঃ, হুঃ——দোহাই, ধর্ম্মাবতার, একেবারে মেরে ফেল্‌বেন্ না——ধর্ম্মাবতার—ওঃ, মাগো—

---

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—একটী ভদ্রলোকের বাটী।

সুরেন্দ্র আসীন।

সুরে। আমি কি কিছু অন্যায় করেছি? যে নারী একবার এক জনকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে, পুনরায় অন্যপুরুষকামনা করে, সে যদি স্বেচ্ছাচারিণী ও স্বেচ্ছাগামিনীপদবাচ্য না হয়, তবে কে? শুদ্ধ স্বেচ্ছাচারিণী আর স্বেচ্ছাগামিনী? কপটাচারিণী,—নরঘাতকিনী,—পিশাচী—রাক্ষসী। "হিমাদ্রিশিখর" ঠিক্ লিখেছে। ("হিমাদ্রিশিখর" হইতে পাঠ।)

"অনাঘ্রাত বনকুসুম, কলুষবিহীন প্রস্রবণবারি এবং ... প্রবণ কামিনীর হৃদয়, জগতের অতি রমণীয় পদার্থ। কিন্তু অসীম পরিতাপ, মনুষ্যের চিরদুর্ভাগ্য,—যে বস্তু যত প্রার্থনীয় বা কমনীয়, সে বস্তু তত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ।—বিনাপ্রয়োজনে কোন প্রকার সামাজিক নীতি বা শাসনের উদ্ভাবন হয় না। আর্য্যসমাজমধ্যে অবরোধপ্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছিল কেন? ইহার কি কোন অন্তর্নিহিত, আভ্যন্তরীণ কারণ ছিল না? "রমণীগণ স্বহৃদয়চাপল্যসংযমনে অক্ষম" ইহাই কি তাহার অর্থ নহে, এবং পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস কি ইহার সত্যতাবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না? চাণক্য একজন প্রগাঢ় হৃৎতত্ত্ববিৎ ও বহুদর্শী পণ্ডিত ছিলেন্। তাঁহার উক্তি কি সম্পূর্ণ মিথ্যা? কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও উদাহরণের বলে আমাদিগের সেই চিরন্তন-প্রচলিত অবরোধপ্রণালীর মঙ্গলময় বন্ধন ... গণ ও বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, ... তাহার

হলাহলপূর্ণ কলও প্রতিদিনও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে! আমাদিগের চিন্তাক্ষম পাঠকবর্গ দেখিবেন, যে পরিমাণে অবরোধ ধ্বংস হইতে অগ্রসর হইবে, সেই পরিমাণে স্বেচ্ছাচারিণী ও স্বেচ্ছাগামিনীদিগের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিতায়তন হইবে। এই বিস্তীর্ণ মহীতলে যদি সংশয়বর্জ্জিত সত্য থাকে, ইহা তাহাদিগের অন্যতম।”

তার আর সন্দেহ আছে কিছু? এর বিষময় ফল প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতি নিমেষে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। যারা অন্ধ, তারাই দেখ্তে পায় না।—কি আশ্চর্য্য, মুখে স্বর্গীয় সরলতা, অন্তরে জঘন্যতম কালকূট! যে স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করে, সে কুপাত্রও নয়। বাতুলাশ্রমই তার উপযুক্ত নিবাসস্থান। যা হোক্, আমি যে এই কালসর্পিণীর হস্ত হতে সময়ে নিস্তার পেয়েছি, তজ্জন্য ঈশ্বরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। এতে আমি পরম সুখী হয়েছি।—কে বলে যে আশাকৃত প্রণয়লাভে বঞ্চিত হলে, মনে নিদারুণ যাতনা উপস্থিত হয়? আমি ত বেশ আছি! পূর্ব্বের মত হাঁস্‌ছি, খেল্‌ছি, বেড়াচ্ছি! আমার ত কিছুই হয় নি! বরং এখন স্বাধীনতার সুখভোগ কর্‌ছি! ওটা কেবল নাটক আর উপন্যাস লেখকদের স্বকপোলকল্পিত কথা। ওতে সত্যের রেখা পর্য্যন্ত নাই। (সম্মুখস্থ একখানি “পূরুবিক্রম” হস্তে লইয়া) পুরুবিক্রমের বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ লেখকও এই মিথ্যা প্রচার করতে কুণ্ঠিত হন্ নি! যদি পুরুর ন্যায় আমার মন প্রণয়কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হত, প্রণয়লাভে বিফল হয়েছি বলে যদি আমার হৃদয় ক্ষুৎপীড়িত বালকের ন্যায় রোদন কর্‌ত, তা হলে তাকে এই কাচপাত্রের ন্যায় পদনিষ্পেষণে চূর্ণ কর্‌তেম্। (একটী কাচপাত্র হস্ত হইতে নিক্ষেপ ও পদতলে দলন।)—(উপবেশন।)

গৃহস্বামীর প্রবেশ।

গৃ। মহাশয়, বাড়ি একটা ত আপনার জন্য ঠিক্ করা হল—একি আপনার চক্ষু লাল হয়েছে কেন? হাত দেখি। এই ঋতুপরিবর্তন সময়ে হঠাৎ জ্বর হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। (সুরেন্দ্রের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া) হঁ, তাই ত ভারি জ্বর হয়েছে, দেখ্‌ছি। আজ আপনি বাড়ী যাব বলেছিলেন, কিন্তু তাত কোন মতেই হতে পারে না।

সুরে। (পীড়াক্লিষ্টস্বরে) মহাশয়, আমার জ্বর হয়নি, কি যদি হয়ে থাকে, সে অতি যৎসামান্য। আমাকে আজ্ বাড়ি যেতেই হবে, আমার ভগ্নী একলা আছেন্।

গৃ। আজ্ঞা, না—এ অবস্থায় আপনাকে কোন মতেই বাড়ি যেতে দিতে পারি নে। এখন একটু শুয়ে থাক্‌বেন্, চলুন্।

[ সুরেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বংশবাটী—রাজচন্দ্র বসুর বাটী।

একখানি পত্রহস্তে বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনো। (সাশ্রুনয়নে) শেষে কি এই হল? স্বেচ্ছাচারিণী ও স্বেচ্ছাগামিনী! নিষ্ঠুর সুরেন্, তুমি কোন্ প্রাণে আমাকে এমন কথা বল্লে? (অশ্রুত্যাগ।) সুরেন্, তুমি ছাড়া আমি আর কাকেও জানি না, তুমিই আমার হৃদয়েশ্বর, আমার প্রণয়ের একমাত্র দেবতা—তোমার জন্য আমি আত্মীয়, বন্ধু, ধন, ঐশ্বর্য্য—সমস্ত জগৎ ত্যাগ করতে পারি, তুমি আমাকে এমন নির্দ্দয় কথা বল্‌বে? (অশ্রুত্যাগ।) সুরেন্, তোমাকে আমি এত ভাল বাসি, একবার তোমার মুখ দেখলে আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়, তুমি আমাকে স্বেচ্ছাচারিণী বল্লে? (অশ্রুবর্জ্জন।) বলতে তোমার একটু দয়া হল না, সুরেন্? (অশ্রুবিসর্জ্জন ও পত্রপাঠ।)

"তোমার আমার সম্পর্ক চিরজীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইল। দুঃখ নাই! মায়ামুক্ত, বৃদ্ধ পিতামহের অধীনে অবরোধশাসন কাহাকে বলে, কখন শিক্ষা কর নাই। এরূপ স্থলে যে স্বেচ্ছাগামিনী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইবে, তাহার আর [illegible] কি! (অশ্রুত্যাগ।)

(গীত)

রাগিণী বাঁরোয়া, তাল ঠুংরি।

হৃদয়শশী কোথা হে এখন।
দেখে যাও, নাথ, যায় এ জীবন॥
বিষাদ আগুন মনে, জ্বলিতেছে অনুক্ষণে,
মনপ্রাণ সে আগুণে, হতেছে দহন।
নাথ আশা নাহি আর, কেন বৃথা বহি ভার,
দুখের জীবন আজি, দিব বিসর্জ্জন॥

সুরেন্, আমি ইহজন্মের জন্য বিদায় হই। (অশ্রুত্যাগ।) যদি থাকি ত, প্রাণনাথ, হৃদয়কান্ত, তোমারই যেন স্ত্রী হই। কিন্তু আবার যেন এমন মর্ম্মভেদী কথা বল না। (অশ্রুত্যাগ) সুরেন্, আবার যেন দুঃখিনীকে পায়ে ঠেল না। (রোদন ও উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগের উপক্রম।)

নেপথ্যে হরি। বিনোদ্, একবার দরজা খোল ত। (দ্বারে আঘাত।)

বিনো। (গাঢ়স্বরে) দাদা, তুমি এখন যাও, একটু পরে এস!

নেপথ্যে হরি। ওকি, তুমি কাঁদ্‌ছ নাকি? দরজা খোল, দরজা খোল। (দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত।—বিনোদের প্রাণত্যাগের চেষ্টা।) ওকি, চুপ্ করে রইলে যে, আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে, দরজা খোল না, বাঃ।

দ্বারে সবলে আঘাত ও দ্বার ভগ্ন করিয়া
হরিপ্রিয়ের প্রবেশ।

হরি। ওমা, একি গো! সর্ব্বনাশ! (উদ্বন্ধনের নিমিত্ত প্রস্তুত রজ্জু ছিন্ন করিয়া ও বিনোদকে উপবিষ্ট করাইয়া)--তুমি করতে যাচ্ছিলে কি, বল্! (স্বগত) হ্যাঁ, এতদূর হবে তাত আমি জানিনে! আমি শুধু একটু মজা করব বলে করেছিলেম্! (প্রকাশ্যে) আমার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। একটুর জন্য এত করতে হয়, [illegible] আমার গা কাঁপছে! (বিনোদ ব্যজন করিতে করিতে)

তুমি করতে যাচ্ছিলে কি, বিনোদ্?—আমার মাথাটা ঘুরছে।—ছি, ছি, ছি, এমন কাজও করতেআছে, বন্?—আমার বুক্‌টার ভিতর কেমন কর্‌ছে!—(সভয়ে) ওমা, তুমি কথা কও না কেন? (উঠিয়া) আমি কর্ত্তাকে ডেকে আনি।

[প্রস্থানের উপক্রম।

বিনো। (মৃদুস্বরে) দাদা, আমি ভাল হয়েছি,—ঠাকুরদাদাকে কিছু বল না।

হরি। (চক্ষু মুছিয়া ও বিনোদের নিকট উপবেশনপূর্ব্বক) তোমার গলা শুনে আমার বুকে প্রাণ এল। এমন কাজও করে, বন্? (স্বগত) বাবা, এতদূর গড়াবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নে!

নেপথ্যে রাজ। অরে সর্ব্বনাশ হয়েছে রে, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

বিনো ও হরি। কি? কি?

রাজচন্দ্রের প্রবেশ।

রাজ। অরে সর্ব্বনাশ হয়েছে রে, সর্ব্বনাশ হয়েছে! এমন অত্যাচার কখন দেখি নে! সুরেনের ভগ্নীকে থানার লোকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

বিনো। (সরোদনে) ওমা, সে কি গো?

হরি। (সোদ্বেগে) কখন নিয়ে গেল, কেন নিয়ে গেল? বাড়ীতে দরোয়ান্ টরোয়ান্ ছিল না?

রাজ। এই নিয়ে গেল, নীলে এসে আমাকে সংবাদ দিলে। বিশ ত্রিশ জন চৌকিদার এসে বাড়ীর চার দিক্ ঘেরাও করেছিল—দু তিন জন দরোয়ানে কি করবে? বাড়ির চাকর বাকরেরাই বা কি করবে? এমন অত্যাচার কখন দেখি নে!

বিনো। (সরোদনে) দাদা, যাও, যাও, দেখ কি হল। ওমা, কি হবে!

হরি। আমি চল্‌লেম, আপনিও পেছনে পেছনে আসুন।

[বেগে প্রস্থান।

রাজ। আমি এখনি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

বিনো। (ক্রন্দনের সহিত) ওমা, কি হবে গো?

[প্রস্থান।

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হুগলি—ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারালয়।

বিচারাসনে ম্যাক্রেণ্ডেল্ উপবিষ্ট।

বিরাজমোহিনী, হরিপ্রিয়, রাজচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, হারু গোয়ালা, প্রহরীগণ এবং অন্যান্য অনেক লোক উপস্থিত।

কৃ। (হারু গোয়ালাকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) এই গোয়ালা খাঁটি দুধ্ দেব বলে, খাঁটি দুধের দাম্ নিয়ে, আমাকে জলো দুধ্ বেচেছে। আর সেই দুধ্ খেয়ে, আমার বাড়ির ছেলে মেয়ে সকলের ব্যারাম হয়েছে। আমি এ ব্যক্তির নামে প্রবঞ্চনার অভিযোগ কর্‌ছি।

ম্যা। আপনি স্বয়ং দুগ্ধ ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন্?

কৃ। আমার এই চাকর গিছ্‌ল।

ম্যা। (কৃষ্ণদাসের ভৃত্যের প্রতি) তুমি গিয়াছিলে?

ভৃ। (সেলাম্ পূর্ব্বক) হাঁ, ধর্ম্মাবতার।

ম্যা। (হারু গোয়ালার প্রতি) ইহার বিরুদ্ধে তুমি কি বলিতে পার?

হারু। (কৃতাঞ্জলিপুটে) দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি ওঁকে কখন দুধই বেচি নি, তার আর জলো দুধ্ বেচ্‌ব কি? এই খাতায় আমার সব খদ্দেরের নাম আছে, (খাতা খুলিয়া) আপনি একবার অনুগ্রহ করে দৃষ্টি করে দেখুন।

কৃ। আমাকে এক দিন খুজুর বেচেছিল।

হারু। (অর্দ্ধক্রন্দনের স্বরে) ধর্ম্মাবতার, আপনি গরিবের বাপ, মা, আপনি মার্‌লে মার্‌তে পারেন্, রাখ্‌লে রাখ্‌তে পারেন্। আমি ওঁর চাকরকে কোন দিন দুধ্ বেচি নি। ওকেই একটু কড়া করে জিজ্ঞেস কর্‌লে এখনি সব ধরা পড়ে যাবে এখন। দোহাই, ধর্ম্মাবতার।

ম্যা। কৃষ্ণদাস বাবু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। উনি, ভৃত্যের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আমি কোন প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি না! আর উঁহার তাহাতে কোন লাভ দৃষ্ট হয় না।——প্রবঞ্চনা অতি গুরুতর অপরাধ। যাও,—দশ বেত্রাঘাত ও দুই মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস।

হারু। (ক্রন্দনের সহিত) দোহাই, ধর্ম্মাবতার——

১ জন প্রহরী। আও, যাও, গোল্ করো মৎ।

[ হারুকে লইয়া প্রস্থান।

কৃ। আমার আর এক অভিযোগ আছে। ছ মাস হল, আমার হাজার টাকার করে দুখানা নোট্ খোয়া যায়। অনেক অনুসন্ধান করেও এত দিন পাওয়া যায় নি। আজ্ কোন নিভৃত সূত্রে সংবাদ পেয়ে, হঠাৎ গিয়ে পড়ে, বাঁশবেড়ের সুরেন্দ্রবাবুর বাড়িতে খানা-তল্লাসী করা হয়। বল্‌তে আমার লজ্জা হচ্ছে,—এই স্ত্রীলোকটীর বিছানার চাদরের নীচে সেই হারাণ নোট্ পাওয়া গেল। এই সেই নোট দুখানা। (ম্যাক্রেগেলের হস্তে প্রদান।)

ম্যা। উনি কে?

কৃ। শুনছি, সুরেন্দ্রবাবুর ভগ্নী।

ম্যা। সুরেন্দ্রবাবুর ভগ্নী! উনি চুরি করিয়াছেন, এমন কখনই হইতে পারে না। উনি চুরি করিবেন্ কি প্রকারে? প্রয়োজনই বা কি?

কৃ। তা আমি জানি নে, কিন্তু ওর বিছানার চাদরের নীচে নোট্ এল কোত্থেকে?

ম্যা। হাঁ, তাহা আপনি বলিতে পারেন্। (বিরাজমোহিনীর প্রতি) এ নোট্ আপনার শয্যার মধ্যে কে রাখিয়াছিল, তাহা আপনি জানেন?

বিরা। (শোক, লজ্জা ও ঘৃণার মৃতপ্রায় ভাবে, স্বগত) পৃথিবী, দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি,—আর সইতে পারি নে।

হরি। উনি লজ্জার মরে যাচ্ছেন, তা আর প্রশ্নের উত্তর দেবেন্ কি? এ কি সম্ভব যে উনি চুরি করেছেন্!

ম্যা। তুমি কে?

হরি। ওঁদের প্রতিবাসী ও আত্মীয়।

রাজ। ধর্ম্মাবতার, আমাকে এখানে সকলেই চেনে, আমি একটা নিবেদন করতে চাই। ইনি একজন বিশিষ্ট লোকের বাড়ীর মেয়ে, এঁ হতে এমন কাজ্ কখনই হয় নি———

ম্যা। আমারও তাহাই বিশ্বাস।

রাজ। ধর্ম্মাবতার, আপনার মত সুবিচারক অতি অল্প আছে।—তা, আজ্ এ মকর্দ্দমার ত নিষ্পত্তি হচ্ছে না, আজ্ এঁয়াকে জামিন্ নিয়ে খালাস্ দিন্। যত টাকার জামিন্ চান্, আমি দেব।

ম্যা। আমি সাতিশয় দুঃখিত হইতেছি, আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম্ না। অপহৃত দ্রব্যের সহিত ধৃত চৌরকে বিচারের পূর্ব্বে নিষ্কৃতি দেওয়া আমার ক্ষমতার বহির্ভূত—দণ্ডবিধি বিরুদ্ধ। রাজনীতি ধনী ও দরিদ্র উভয়কেই সমান চক্ষুতে দৃষ্টি করে। ন্যায়ের তুলাদণ্ডে এ উভয়ের মধ্যে কোন বিভেদ্ নাই। অদ্য রাত্রি ইহাঁকে থানায় থাকিতে হইবে। কল্য বিচারান্তে, যাহা হয় হইবে।

[ বিরাজমোহিনীর মূর্চ্ছিতা হইয়া পতন।

হরি। (উচ্চস্বরে) এমন অবিচার কখন দেখি নি! (বিরাজ-মোহিনীর মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা।)

ম্যা। (গম্ভীরভাবে) যুবক, বিচারালয়ের অবজ্ঞা হইতেছে, সাবধান। (বিরাজমোহিনীর মূর্চ্ছাভঙ্গ।)—(প্রহরীদিগের প্রতি) বিচারালয় পরিষ্কার কর।

[প্রহরীদিগের তাড়নাতে ম্যাক্রেওেল্ ও কৃষ্ণদাস ব্যতীত, অন্য সকলের প্রস্থান।

কৃ। (সোৎসাহে) ধর্ম্মাবতার, কাজ্টা হয়ে গেল বটে, কিন্তু ভয়ে

আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে! একে ত ওরা বড় মানুষ, তাতে আবার সুরেনবাবুর যে রোক!

ম্যা। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) তোমার কোন ভয় নাই। সন্ধ্যার পর সেইখানে প্রেরণ করিও। কেহ যেন না দেখিতে পায়।—কাম ও প্রতিহিংসা উভয়কেই পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। (কৃষ্ণদাসের অতিশয় কম্পন।) কাপুরুষেরা কি অমূল্য সুন্দরীপ্রেমে বঞ্চিত!

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হুগলির দক্ষিণে, গঙ্গাতটোপরিস্থ একটী পুরাতন অট্টালিকা।

একগৃহে বিরাজমোহিনী আসীনা।

বিরাজ। (গবাক্ষ ও দ্বার সকল একে একে পরীক্ষা করিয়া, সবিষাদে) সকল দরজা জানালাই বাইরের দিক্ থেকে বন্ধ দেখ্‌ছি। কি করি? (সরোদনে) জগদীশ্বর, আমার পরিত্রাণের কি কোন উপায় হবে না? প্রাণত্যাগ ভিন্ন কি এই রাক্ষসপুরী হতে মুক্তি পাবার অন্য কোন পথ নেই? এই বয়সে কি আমাকে মর্‌তে হবে? (অশ্রুত্যাগ।) —প্রাণত্যাগেরও ত কোন সহজ উপায় দেখ্‌ছি নে, কি করি?

ম্যাক্রেগেলের প্রবেশ।

ম্যা। হোঃ, হোঃ, হোঃ। আমি লুক্কায়িত থাকিয়া সমস্ত শুনিয়াছি। আর কি করিবে, সুন্দরী, আমার আলিঙ্গনের ভিতর আসিবে! হোঃ, হোঃ, হোঃ।—আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ কেন, সুন্দরী? আমি ব্যাঘ্রও নহি, ভল্লুকও নহি,—তোমাকে ভক্ষণ করিব না। শুদ্ধ তোমার প্রেম আস্বাদন করিতে চাহি।

বিরা। (ক্রন্দনের সহিত) আমাকে ক্ষমা করুন, ঈশ্বর আপনার ভাল করবেন।

ম্যা। হোঃ, হোঃ, হোঃ। সুন্দরী, প্রণয়ের অভিধানে ক্ষমা কথাটী নাই।—আর তোমার তাহাতে ক্ষতি কি, সুন্দরী? তুমি এখনও যেমন আছ, পরেও তেমনি থাকিবে। তবে কি জন্য আমাকে অনর্থক কষ্ট দাও, সুন্দরী?—আমি এ পর্য্যন্ত কখন দেখিলাম না, যে কোন দেশীয় সুন্দরী সহজে তাহার প্রেম বিতরণ করিল। ইহার কারণ কি? এ বিষয়ে কুসংস্কার কবে তোমাদিগের মধ্যে হইতে দূর হইবে?

বিরা। (স্বগত) জগদীশ্বর করেন, যেন এই "কুসংস্কার" আমাদের দেশে চিরবদ্ধমূল হয়ে থাকে!—মাগো, আমার গাটা কাঁপ্‌ছে।

ম্যা। কি চিন্তা করিতেছ, সুন্দরী? যাহা হইবেই হইবে, তাহার জন্য চিন্তা করিয়া মনকে কেন অনর্থক দগ্ধ কর, সুন্দরী?—সুন্দরী, ভিক্ষা চাহিতেছি, আমাকে আর যাতনা দিও না।

বিরা। (অতিশয় উদ্বেগের সহিত, স্বগত) কি করি? কোন কৌশলে একটু সময় পেলেও যে রক্ষা পাই।

ম্যা। সুন্দরী, আর বিলম্ব করিতে পারি না। এখনও মিষ্ট কথায় বলিতেছি, প্রণয়দানে সম্মত হও, তাহা না হইলে, তোমার অনিচ্ছা-সত্বেও—

বিরা। (চিন্তাপূর্ব্বক, হঠাৎ) আচ্ছা, দেখুন, এক কর্ম্ম করুন্ না কেন, তা হলে সকল দিক্ রক্ষা পায়? আপনি আমাকে বিবাহ করুন্।

ম্যা। হোঃ, হোঃ, হোঃ, উত্তম প্রস্তাব হইয়াছে, সুন্দরী! আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ইহার অনুমোদন করিতেছি। আমাদিগের মধ্যে সাময়িক বিবাহ হউক্।

বিরা। সে আবার কি?

ম্যা। হোঃ, হোঃ, হোঃ, তুমি তাহা জান না, সুন্দরী? এই তোমাতে আমাতে, যাবজ্জীবনের জন্য নহে—কিন্তু কোন একটা নিরূপিত সময়, এক বা দুই রাত্রির জন্য, স্ত্রীপুরুষভাবে একত্র থাকিব। তাহার পর আমরা উভয়েই পুনর্ব্বার স্বাধীন হইব, অর্থাৎ তুমি পুনরায় আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে, আমিও পারিব। হোঃ, হোঃ, হোঃ, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ স্বীকার করি।—অতি সৎপরামর্শ।

বিরা। (স্বগত) আর একটু সময় পেলে হয়, তা হলেই ঐ দরজা দিয়ে পালিয়ে যাই—আর কোন পথ না থাকে ছাদ্ থেকে লাফিয়ে পড়্ব। তাতে বাঁচি বাঁচ্ব, না বাঁচি না বাঁচ্ব। (প্রকাশ্যে) এক বা দুই রাত্রি পরেই যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করেন্, তা হলে আর আপনার আমাকে বিবাহ করা কৈ হল?

ম্যা। হোঃ, হোঃ, হোঃ। খ্রীষ্টের ঊনবিংশ শতাব্দীতে, বিজ্ঞান-সাহায্যে, সকল প্রকার দাসত্বেরই মূলোচ্ছেদন হইয়াছে। চিরবিবাহ-নামক দাসত্বই কেন অবশিষ্ট থাকিবে?

বিরা। (হঠাৎ দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া) দেখ্ রে পিশাচ্, বাঙ্গালির মেয়ে কি করে সতীত্ব রক্ষা করে।

[ পলায়ন।

ম্যা। বাই দি ড্র্যাগন্—ক্র্যাচ্টিটরাটি জম্প্ট্ ডাউন্ ফ্রম্ দি ভরাণ্ডা!

[ বেগে প্রস্থান।

কিয়দ্বিলম্বে রক্তাপ্লুত অবস্থায় বিরাজমোহিনীকে
লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

বিরা। সাহেব্, আমাকে ছেড়ে দিন্—আমি দাঁড়াতে পার্ছি নে, আমাকে ছেড়ে দিন্। (কম্পন।)

ম্যা। (ক্রুদ্ধভাবে) আমি এসব কিছু শুনিতে চাহি না। তুমি প্রস্তুত হও।

বিরা। সাহেব্, আমাকে ছেড়ে দিন্—আমাকে ছেড়ে দিন্। (রক্তত্যাগে ক্ষীণ হইয়া পতন ও মূর্চ্ছা।)

ম্যা। আমি উহাতেও নিরস্ত হইবার নহি। (বিরাজমোহিনীর দিকে গমন।)

নেপথ্যে। (উচ্চস্বরে) ধর্ম্মাবতার, শীঘ্র আসুন্! (অধিকতর উচ্চস্বরে) ধর্ম্মাবতার, —

ম্যা। (বিরাজমোহিনীকে পরিত্যাগ করিয়া) ড্যাম্ দি ফেলো। কি হইয়াছে, [illegible] করিতেছ কেন?

নেপথ্যে। ধর্ম্মাবতার, শীঘ্র আসুন্, জেলের কয়েদীরা সব ক্ষেপে উঠেছে। ধর্ম্মাবতার, শীঘ্র আসুন্, সব খুন্ করে ফেল্লে।

(বিরাজমোহিনীর সংজ্ঞালাভ।)

ম্যা। (ব্যস্তভাবে) সে কি? আমি এখনি যাইতেছি। (বিরাজ-মোহিনীর প্রতি) আমার প্রেমালিঙ্গন হইতে তুমি কোন মতেই নিস্তার পাইবে না, আমি অতি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। চল, তোমাকে ঐ ঘরে রাখিয়া যাই।

নেপথ্যে। ধর্ম্মাবতার, শীঘ্র আসুন্, সব খুন্ করে ফেল্লে।

ম্যা। যাইতেছি, যাইতেছি।

[ বিরাজমোহিনীকে লইয়া প্রস্থান।

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

হুগলির কারালয়।

বন্দিবিদ্রোহ।

ব-গণ। ভাঙ্গ্, মার্, কাট্। এই দরজাটা ভাঙ্গ্। (কুঠারাদি দ্বারা কবাটভঙ্গের প্রয়াস।)

১ জন ব। অরে, ওযে লোহার দরজা, ওকি তোরা সহজে ভাঙ্গ্‌তে পার্‌বি, দেল ভাঙ্গ্।

সকলে। ভাঙ্গ্ দেল, ভাঙ্গ্ দেল। (ভিত্তিভঙ্গকরণের চেষ্টা।)

১ জন ব। এই ইংরেজের অত্যাচার আর সওয়া যায় না। হয় পায়ের শেকল ছিঁড়্‌ব, না হয় মর্‌ব। আর এ শেকল টেনে নিয়ে বেড়াতে পারি নে।—যে যেখানে আছিস্, দাদা,—যে যেই কখন এই পাজি ইংরেজের জুতা লাথি খেয়েছিস—আয়, সব, [illegible]। এ জেলের দেল ভাঙ্গ, এ বিবিজি লোহার শেকল টেনে, [illegible]

জনের কর্ম্ম নয়। আয়, ভাই দাদা, সকলে, আয়,—যে যেখানে আছিস্, দৌড়ে আয়। হিঁদু হস্, মুসলমান হস্—বাঙ্গালি হস্, খোট্টা হস্—ছেলে হস্, বুড় হস্—যার শরীরে একফোঁটা দেশী রক্ত আছে,—আয়, সব, দৌড়ে আয়। সকলে না চেষ্টা করলে, হবে না।

সকলে। ভাঙ্গ্, ভাঙ্গ্।

## অস্ত্রহস্তে দুইজন কারারক্ষকের প্রবেশ ও বন্দী-দিগকে আক্রমণ।

ব-গণ। মার্ বেটাদের, কেটে টুকুর টুকুর করে ফেল্। দেশের ধান নুন খেয়ে বেটারা ইংরাজের হয়ে লড়ে? মার্, মার্, কাট্, কাট্। (ভয়ানক সমাঘাত ও রক্ষকদ্বয়ের মৃত্যু।)

জনকয়েক। (রক্ষকদিগের মৃতদেহে পদাঘাত করিয়া) চাঁদমুখে আর কথা সরে না যে? ইংরেজের হয়ে আর লড়বি নে?

১ জন ব। অরে, তোরা মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিস্ কেন? এ দিকে সময় বয়ে যায় যে? জেল ভাঙ্গ্, জেল ভাঙ্গ্।

সকলে। ভাঙ্গ্ জেল, ভাঙ্গ্ জেল।

## রিভল্‌ভর্ ও তরবারী হস্তে ম্যাক্রেওেলের প্রবেশ।

ব-গণ। মার্ বেটাকে, মার্ বেটাকে। (ম্যাক্রেওেল্‌কে আক্রমণ।)

ম্যা। এই শিশুদিগকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা, বৃথা সময় নষ্ট করা মাত্র। (বন্দীদিগের প্রতি গুলিকরণ, জনকয়েকের মৃত্যু ও অপর জন কয়েকের পলায়ন।)

১ জন ব। অরে, পালাস্ কেন রে? এ বার বৈ ত আর দুবার মরতে হবে না? আর পালালেই বা রক্ষা পাস্ কৈ? সকল দিকেই যে আটক।—ও বেটার পিস্তলে আর কটা গুলিই বা আছে, এখনি শেষ হবে। (বন্দুকের আওয়াজ ও জন কয়েক বন্দীর মৃত্যু।)

অপর ১ জন ব। অরে বেটার গুলি শেষ হয়েছে!—[illegible] এক-[illegible], [illegible], তা হলেই জেল ভেঙ্গে পালাই। [illegible]—

সকলে। লাগে, লাগে, লাগে। (ম্যাক্রেগেলকে আক্রমণ। তরবারি দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে করিতে তাহার পশ্চাদ্গমন ও হঠাৎ পদস্খলন হইয়া পতন।)

১ জন ব। (ম্যাক্রেগেলের তরবাল কাড়িয়া লইয়া, তাহার বক্ষোপরি উপবেশনপূর্ব্বক, সবলে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া—উন্মত্ত-ভাবে) সরে যা সব এখান থেকে। (তরবারি দেখাইয়া, দন্তঘর্ষণের সহিত) যে এখানে আস্‌বে, তাকে আস্ত রাখ্‌ব না।—আমার নাম পরাণে, আমার চখের সুমুখে এ বেটা আমার স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করেছিল, আমিই বেটাকে মার্‌ব, খবরদার কেউ কাছে আসিস্‌নে। (ম্যাক্রে-গেলের প্রতি) কেমন রে বেটা, আর একবার আমার স্ত্রীকে চাই নে? (তরবালাঘাত ও ম্যাক্রেগেলের যাতনার সহিত মৃত্যু।) তোর রক্তে চান্ কর্‌ব, তবে আমার রাগ যাবে। আমার স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌বি নে?—হিঃ, হিঃ, হিঃ। (জ্ঞান শূন্যভাবে অট্টহাস্য।)

অন্যান্য ব-গণ। (পরাণেকে উঠাইয়া লইয়া) হয়েছে, হয়েছে, আর না। এই বেলা পালাই চল্।—অরে, সকলে একবার নিজের নিজের দেবতার নাম কর্,—করে চল্, এই নরক থেকে বেরিয়ে পড়ি—[আল্লা, আল্লা, দুর্গা, দুর্গা, (ইত্যাদি।)]—অরে, কবে রে সব ইংরেজের জেল এ দেশ থেকে উঠে যাবে!

[ সকলের প্রস্থান।

কিয়ৎকাল পরে কৃষ্ণদাস ও জন কয়েক ভৃত্যের প্রবেশ।

কৃ। (ভয়াভিমগ্নভাবে) অরে, বেঁচে আছি, না মরিছি রে?—অ শম্ভু বাগ্‌দি, চুপ্‌করে রইলি কেন রে?—

১ জন ভৃ। মশাই, মড়াগুল সব এ ঘর থেকে সরিয়ে ফেলি।

কৃ। অরে, গবর্ণমেণ্ট্ আমার ফাঁসি দেবে নাকি রে?—অরে তোদের পায়ে পড়ি, বল্ না রে।

[ মৃতদেহগুলি লইয়া সকলের প্রস্থান।

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পূর্ব্বোল্লিখিত, গঙ্গোপকূলস্থ, পুরাতন অট্টালিকার সম্মুখস্থ দেশ।

বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎক্রীড়া ও বৃষ্টিপতন।

একটী লোকের সহিত, পিস্তল ও "লণ্ঠন" হস্তে

হরিপ্রিয়ের প্রবেশ।

লোক। (সকম্পে) মশাই, আর আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারব না, আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি একলা যান্।

অদৃশ্য স্থান হইতে। হুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ।—(বিকট শব্দ।)

লোক। রাম, রাম, দুর্গা, দুর্গা। (পলায়নের চেষ্টা।)

হরি। (লোককে নিবৃত্ত করিয়া) আচ্ছা, সঙ্গে না যাও, নাই যাবে, কিন্তু তুমি ঠিক করে বল, সেই রকম একটী স্ত্রীলোককে তুমি এই বাড়ী আন্‌তে দেখেছ কি না?

অদৃশ্য স্থান (অন্যত্র) হইতে। হুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ (ইত্যাদি।)

লোক। (আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) ও বাবা, ও বাবা, গিছি গো, এবার পেছন্ দিক্ থেকে হচ্ছে। ছেড়ে দিন্, মশাই, আপনার পায়ে পড়ি।

হরি। আমার প্রশ্নের উত্তর দেও আগে।

লোক। হাঁ, মশাই, এই বাগে ধরে আন্‌তে দেখেছি।

অদৃশ্য স্থান (অপরত্র) হইতে। হুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ।

লোক। গিয়িছি বাবা, একেবারে গিয়িছি। ছেড়ে দিন্, মশাই, তা না হলে ভয়ে মূর্চ্ছা যাব। (পুনর্ব্বার বিকট শব্দ ও হরিপ্রিয়কর্ত্তৃক লোকের হস্তপরিত্যাগ।) রাম, রাম, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। (অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে পলায়নের চেষ্টা ও পতন। হরিপ্রিয়কর্ত্তৃক হস্ত ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা। হরিপ্রিয়কে ভূতজ্ঞানে ক্রন্দনের সহিত) দোহাই [illegible] দূত,

দোহাই বাবা ভূত, আমি নিজের ইচ্ছেয় আসি নি, ঐ বেটা জোর্ করে টেনে নিয়ে এয়েছে, তুমি ঐ বেটার ঘাড়টা মট্‌কে ভাঙ্গ। দোহাই বাবা ভূত, আমি এর কিছুই জানি নে।

হরি। আমি ভূত নই। তুমি ওঠ, চোক্ মেলে রাস্তা দেখে চলে যাও।

(অদৃষ্ট স্থান হইতে পূর্ব্ববৎ বিকট শব্দ।)

লোক। গিয়িছি বাবা, গিয়িছি বাবা! তুমি ভূত নও ত কি বাবা, ভূতের বাবা, বাবা?

হরি। উঠে যাও, উঠে যাও। (লোককে "নাড়ন্"।)

লোক। (ভয় ও রোদনের সহিত) মেরে ফেল না, বাবা ভূত। আমি যাচ্ছি, বাবা।

[পলায়ন।

(চতুর্দ্দিক্ হইতে ভয়ানক শব্দ ও বৃক্ষলতাদির আন্দোলন।)

হরি। বিরাজমোহিনী যদি এবাড়ীতে থাকেন, এ প্রকার শত সহস্র বিভীষিকা দর্শনেও পরাঙ্মুখ হব না। প্রাণ হারাই তাও স্বীকার, তবু একবার সমস্ত অন্বেষণ করে দেখ্‌ব। আমার নির্ব্বুদ্ধিতার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হবে।

(বিকটশব্দ ও ইষ্টক খণ্ডবর্ষণ।)

হরি। কে আছিস্, সম্মুখে আয়। আমি এতে ভয় পাই নে।

বিকট শব্দ ও একটী ভীষণমূর্ত্তির হঠাৎ ভূমধ্য হইতে উত্থান ও তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান।

হরি। পলালি কেন? আয়, ফের্ আয়। পিস্তলের গুলিতে তোর শরীরমধ্যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশের পথ করে দিই।

বেগে অন্য দিক হইতে ভীষণমূর্ত্তির প্রবেশ ও হরিপ্রিয়-কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত গুলি দ্বারা ঈষৎ আহত হইয়া পতন।

হরি। (মূর্ত্তির বক্ষে পদস্থাপনপূর্ব্বক) বল্ তুই কে, তা না হলে তোকে যমের বাড়ি পাঠাই।

মূর্ত্তি। (সভয়ে) বল্‌ছি বল্‌ছি, আমার বুকের উপর থেকে [illegible]

হরি। (সেইরূপ করিয়া) বল্।

মূর্ত্তি। বাবু, আমি জেতে মুসলমান, একবার লোভে পড়ে জাল্ করেছিলেম্, ম্যাক্রেণ্ডেল্ সাহেব তাই টের্ পেয়ে আমাকে ভয় দেখালে যে "আমি যা বলি, তা যদি তুই না করিস্, ত তোকে পুলিপোলাও যেতে হবে।" আমি ভয়ে স্বীকার হলেম্। সেই অবধি এই খানে এই কাজ্ কর্‌ছি।

হরি। সাহেব, তোকে একাজ করায় কেন?

মূর্ত্তি। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

হরি। বল্, তা না হলে তোকে মেরে ফেল্‌ব।

মূর্ত্তি। বল্‌ছি, বল্‌ছি, টুটি ছেড়ে দিন্। আজ্ঞে, সাহেব এখানে মধ্যে মধ্যে মেয়েমানুষ ধরে এনে রাখেন্। এ বাড়ীতে ভূত আছে এই ভয়ে, তাদের জন্য এদিকে কেউ বড় একটা খোঁজ্ কর্‌তে আসে না।

হরি। ওঃ, কি ভয়ানক! আজ বিকেলে কোন স্ত্রীলোককে এখানে এনেছে? (মূর্ত্তির [illegible] করণ।) বল্, তা না হলে তোকে নিকেশ করি।

মূর্ত্তি। আজ্ঞে হাঁ, এনেছে।

হরি। তিনি কোন্ ঘরে আছেন্?

মূর্ত্তি। পূবদিকের ঘরে। কিন্তু সব দরজার চাবি দেওয়া, আপনি যাবেন্ কেমন করে?

হরি। আমি যাবার উপায় কর্‌ছি, তুই একখানা মই কি অন্য কোন রকম্ সিঁড়ি আন্। কথা কইবি ত মেরে ফেল্‌ব। আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে যাব।

উভয়ের প্রস্থান ও কিয়দ্বিলম্বে এক খানা মই লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

হরি। [illegible] লাগা। (মূর্ত্তির তথাকরণ।) তোকে বিশ্বাস নেই, তোর হাত পা বেঁধে রেখে যাব। (তথাকরণ, মইদ্বারা উঠন ও বিচলপ্রকের [illegible] [illegible] করণ।)

[illegible]

হরি। (আহ্লাদে) এই যে! আমি হরি। আসুন, নেবে আসুন, আপনার আর কোন ভয় নেই।

গৃহমধ্য হইতে। আপনি! আঃ, আপনি আমাকে রক্ষা কর্‌লেন্! (হরিপ্রিয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিরাজমোহিনীর অবতরণ।)

বিরা। আমার গা ঘুর্‌ছে, কথা কইতে কষ্ট বোধ হচ্ছে।—আপনার কাছে আর কৃতজ্ঞতা কি জানাব! আপনি আমাকে—(হঠাৎ গতিবন্ধ।)

হরি। ওকি, যেতে যেতে অমন করে থম্‌কে দাঁড়ালেন্ কেন?

বিরা। (সলজ্জভাবে) এই রাত্রিতে আপনার সঙ্গে একলা যাব—

হরি। দেখুন্, আমাকে সকলেই নির্ব্বোধ আর পাগল বলে জানে, আমার সঙ্গে গেলে আপনাকে কেউ কিছু বল্‌বে না, আর বেশি দূরও একলা যেতে হবে না। এই সম্মুখের বাড়িখানা ছাড়িয়ে গেলেই বড় রাস্তায় পড়্‌ব, সেখানে লোক জন এখনও যাতায়াত কর্‌ছে। (হরিপ্রিয়ের সহিত বিরাজমোহিনীর কিঞ্চিৎ গমন, কষ্টানুভব ও স্থিতি।)

হরি। আপনি আমার হাত ধরুন্, বিপদের সময় লজ্জা কর্‌লে চল্‌বে না।

[ বিরাজমোহিনীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান।

---

# চতুর্থ অঙ্ক।

বংশবাটী—সুরেন্দ্রের বাটী।

বিরাজমোহিনী আসীনা।

বিরা। তাঁর ত আস্‌বার সময় হয়েছে, এখনও আস্‌ছেন না কেন? কি ঠিক্ করা হল জান্‌বার জন্য মন বড় উৎসুক হয়েছে। আর—

### হরিপ্রিয়ের প্রবেশ।

আসুন, কি হল?

হরি। (সহাস্যে) বিনোদের ত আজ বিবাহ! কর্ত্তাকে অনেক করে বুঝিয়ে সম্মত করিয়েছি। আর অপেক্ষা করে কাজ কি, কি বলেন?

বিরা। আমি স্ত্রীলোক, আমি আর আপনাকে কি পরামর্শ দেব, বলুন। কিন্তু যা কর্‌বেন, খুব সাবধান হয়ে কর্‌বেন। ইনি ত আমাকে বিনোদের নাম পর্য্যন্ত কর্‌তে দেন্ না।

হরি। এ ভিন্ন ত অন্য কোন উপায় দেখি নে।

বিরা। (সহাস্যে) বিনোদের আজ্ বে, তা বিনোদ্ নিজে জানে?

হরি। (সহাস্য) না। একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "দাদা, বাড়িতে এ সব আলো টালো দেওয়া হচ্ছে কেন?" তা আমি বল্‌লেম্, "আজ্ আমাদের বাড়ি জনকতক লোক খাবে, এ সব তারি জন্য হচ্ছে"। শুনে আর কিছু বল্‌লে না।—দেখুন্, আজ যা হয় এর একটা শেষ কর্‌তেই হচ্ছে। বিনোদের ম্লান মুখ ও শীর্ণ শরীর ত আমি আর দেখ্‌তে পারি নে। কি কুকর্ম্মই করেছি।

বিরা। আমাদের এ কথা কে কে জানে?

হরি। আর কে জান্‌বে, শুদ্ধ আপনি, আমি আর কর্ত্তা। তা আমি এখন আসি।—না বুঝে যে অন্যায় করেছি, আপনাদের কাছে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করে। (দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ।)

[প্রস্থান।

বিরা। আমাদের কাছে মুখ্ দেখাতে লজ্জা করে! (অধোবদনে, চিন্তিতভাবে স্থিতি।)

### সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

বিরা। (সুরেন্দ্রকে দেখিয়া, স্বগত) শীঘ্র বলে ফেলি, তা না হলে বিনোদের নামটা আমার মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতেই এখান থেকে চলে যাবেন। (প্রকাশ্যে) দাদা, আজ্ বিনোদের বে!

সুরে। (স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া) তার আজ্ বে?—শুনে সন্তুষ্ট হলেম্।—কার সঙ্গে?

বিরা। তা বল্‌তে পারি নে। আমি এই শুন্‌লেম্।

সুরে। আঃ, এতদিনে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ হলেম্। তারি জন্য বুঝি ওদের বাড়ী আজ্ এত গোল্‌মাল্?

বিরা। ওরা আমাদের সব দেখিয়ে কর্‌ছে।—উঃ মাগো, আমার দেখে একেবারে দুঃখে মরে গেলেম্! আমার দাদার যেন আর বে হবে না! ইঃ।

সুরে। (সস্নেহে) বিরাজ্, তুমি আমার যথার্থ ভগিনী। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) তুমি বে দেখ্‌তে যাবে না?

বিরা। দাদা, দেখ, আমার বড় রাগ হচ্ছে। আমার ইচ্ছা কর্‌ছে, আমি রটিয়ে দিই, যে তোমারও আজ্ বে।

সুরে। (সহাস্যে) পাত্রী স্থির হল কোথায়?

বিরা। (স্বগত) পাত্রী আপনি এসে উপস্থিত হবে এখন। (প্রকাশ্যে) তা যেখানে কেন ঠিক্ হোক্ না, ওদের তাতে কি? বিনোদের কার সঙ্গে বে, তা কি ওরা আমাদের বল্‌তে এসেছে?

সুরে। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) বিরাজ্, তোমাকে বল্‌তে আমার লজ্জা কর্‌ছে,—এক সময়ে আমি বিনোদকে বড় ভাল বাস্‌তেম্। (অশ্রুত্যাগ।)

বিরা। (স্বগত) আঃ বাচ্‌লেম্, এতদিন পরে একবার নাম করেছেন্। চখে এক ফোঁটা জলও দেখা দিয়েছে। ওটা সুলক্ষণ। জল পড়্‌লেই আগুণ্ নেবে। (প্রকাশ্যে) দাদা, বিনোদ আপনার কোন মতেই উপযুক্ত নয়, তা এর জন্য আর কেন বৃথা দুঃখ করেন্?

সুরে। দুঃখ কর্‌ছি নে, বিরাজ্, কিন্তু—(অশ্রুত্যাগ।)

বিরা। চল দাদা, জল খাবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিনোদিনী ও হরিপ্রিয়ের প্রবেশ।

বিনো। (সজলনয়নে) দাদা, সত্য [illegible] ?
দিদি [illegible] বলে আমাকে কিছু [illegible]?

হরি। বিনোদ্, মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ। (স্বগত) ওঁ শ্রীবিষ্ণু, এসব ভুল নয়। (প্রকাশ্যে) আর তোমাকে প্রবঞ্চনা করে আমার লাভ কি, বিনোদ্? (নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি।) ঐ শোন, বিবাহ হবার আগেই কত আমোদ আহ্লাদ হচ্ছে। গান বাজনার ধুম পড়ে গেছে। তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও। আমি ঐ ঘর থেকে উঁকি মেরে দেখে আসি, কি হচ্ছে।

[হরিপ্রিয়ের প্রস্থান।

বিরাজমোহিনীর প্রবেশ।

বিনো। (সাশ্রুনয়নে) দিদি, আমি একবার এসেছি, এখনি আবার যাব, আমার উপর রাগ কর না। দিদি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলেম্। হাঁ, দিদি, বলি—বলি—তোমার দাদার—কি—আজ্—(অশ্রুদ্বারা বাক্‌রোধ।)

বিরা। (বিরক্তির ভাবে) আঃ, কি জিজ্ঞাসা করবে, কর না?

বিনো। দিদি, তুমি অমন্ করে আমার সঙ্গে কথা কচ্ছ কেন? দিদি, তুমিও কি আমার পর হলে? (অশ্রুত্যাগ।) আমি তোমার কাছে ত কোন দিন কিছু দোষ করিনি, দিদি? (অশ্রুবর্জ্জন।)

বিরা। (স্বগত) আমার কান্না আসছে। (প্রকাশ্যে) এখন কি বল্‌ছিলে, তাই বল।

বিনো। (কষ্টে অশ্রু সম্বরণপূর্ব্বক) দিদি, তোমার—দাদার—বি—বে?

বিরা। তা, আমার দাদা চিরকাল আইবুড় থাক্‌বেন্ না কি?

[প্রস্থান।

বিনো। (সরোদনে) সেই দিন দাদা বাধা না দিলেই ছিল ভাল! সেদিনে তিনি আমার একেবারে পর হলেন! যেন্, জগদীশ্বর করুন্, তিনি যেন সুখে থাকেন, তাঁকে সুখী দেখ্‌লেও আমার কতকটা সুখ হবে। (অশ্রুত্যাগ।)

## ( গীত। )

রাগিণী (গাঢ়) ভৈরবী—তাল মধ্যমান্।

কেমনে বুঝাব মনে—এ মনে।
অধীর আমারি মন, আজি প্রবোধ মানে॥
যাঁর লাগি মনপ্রাণ, অনুদিন হয় ক্ষীণ,
সে আমার নহে, প্রাণ,—বৃথা কাঁদ কি কারণে।
নাথেরে পাইব পুন, আশা নাহি এক দিন,
দুঃখিনী আমা মতন, কেহ নাই এ ভুবনে॥

সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

সুরে। সঙ্গীত এমন সুমধুর, "রস রসময়," তাও আজ্ আমার ভাল লাগ্‌ছে না। আমার অন্তঃকরণ এমন দুর্ব্বল হল কেন?—(সক্রোধে) আমার অন্তঃকরণ দুর্ব্বল? যে বলে সে মিথ্যাবাদী। (হঠাৎ বিনোদকে দেখিয়া) এ কি, বিনোদ্ বলে বোধ হচ্চে না! (কিঞ্চিদগ্রসরণ।) তাই ত! (ক্রোধ ও বিস্ময়ের সহিত) ও এখানে কেন? (প্রস্থানের উপক্রম।) না, জিজ্ঞাসাই করি না কেন, এখানে কেন এসেছে, তাতে দোষ কি?—তুমি এখানে কি কর্‌ছ?

বিনো। (অশ্রুত্যাগপূর্ব্বক,মৃদুস্বরে) এসবায় হরিদাদার সঙ্গে এসেছিলেম্।

সুরে। তোমার বিবাহের নিমন্ত্রণ কর্‌তে?—তোমার আজ্ বিবাহ তা আমরা জানি, বলে কষ্ট পেতে হবে না।

বিনো। আমার বিবাহ! আপনি কি নিজের বিবাহ গোপন কর্‌বার্ জন্য ওকথা বল্‌লেন্? (দুঃখপীড়িতস্বরে) তা আমাকে গোপন কর্‌বার্ ত কোন প্রয়োজন নেই। জগদীশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন্,—আমি আপনার সুখের পথে কণ্টক হতে আসি নি। (অশ্রুত্যাগ।)

সুরে। মিথ্যা কথা বল্‌তে কি মুখে একটু আটকায় না?—যাকে বিবাহ করবে, সে কি সৌভাগ্যবান পুরুষ, [illegible] পারে।

বিনো। (সুরেন্দ্রের হস্তধারণপূর্ব্বক) সুরেন্, চখের জলে আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। তুমি আমাকে একেবারে ফেল্‌বে ফেল, কিন্তু অমন নিষ্ঠুর কথা আর বল না। সুরেন্, সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বর সাক্ষী তুমি ছাড়া আর কাকেও আমি জানি না। (অশ্রুত্যাগ।)

সুরে। (অতিশয় ক্রোধের সহিত) আমি যা চখে দেখ্‌ছি, কাণে শুন্‌ছি, তা অবিশ্বাস কর্‌ব? ঈশ্বরের পবিত্র নাম নিয়ে মিথ্যা কথা? পাপীয়সী, তোমার নরকেও স্থান হবে না।

[ বিনোদিনীর হস্ত ছাড়াইয়া প্রস্থান।

[ বিনোদিনীর পতন ও মূর্চ্ছা। ]

হরিপ্রিয়ের ব্রস্তভাবে প্রবেশ।

হরি। আহা হা, ক দিন প্রায় না খেয়ে রয়েছে, এতে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। আমারই দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে এই সব ঘটেছে। আমারই নরকে স্থান হবে না। (বিনোদিনীর মূর্চ্ছাদূরীকরণের চেষ্টা।)

নেপথ্যে। দাদা, একটা কথা শুনে যাও। সত্য সত্যই বিনোদের আজ্ বিবাহ নয়। আমি সব বল্‌ছি, একবার এই দিকে এস।

বিনো। (মূর্চ্ছান্তে) হরিদাদা, তাঁকে একবার এইখানে ডেকে নিয়ে এস। বলো, যে আমি মিনতি করছি, "আমার একটা কথা শুনে যান্,—এই আমার জীবনের শেষ ভিক্ষা।" (অশ্রুত্যাগ।)

হরি। এখনি তাঁকে ডেকে আন্‌ছি, তুমি স্থির হয়ে বস।

[প্রস্থান।

বিরাজমোহিনী ও সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

সুরে। বিনোদকে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা কর্‌ছে! বড় দুর্ব্যবহার করেছি। [illegible] ঐ ছুঁড়িটার দোষেই ত সব হয়েছে!— [illegible] যাও।

বিরা। যাই। (স্বগত) হুঁ, যাচ্চি এই যে, আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখ্‌ব।

[ প্রস্থান।

সুরে। (বিনোদিনীর নিকট আগমনপূর্ব্বক, তাঁহার হস্ত ধরিয়া, লজ্জিত ভাবে) বিনোদ্—

বিনো। (সুরেন্দ্রের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া) প্রাণনাথ, এতদিনে কি অভাগিনীকে মনে পড়্‌ল, এতদিনে কি দুঃখিনী বলে দয়া হল ? (রোদন।)

সুরে। (চক্ষু মুছিয়া, বিনোদিনীর নিকটে উপবেশনপূর্ব্বক) বিনোদ্—

বিনো। (সরোদনে) সুরেন্, অনেক কষ্ট পেয়েছি, আর আমি এ প্রাণ রাখ্‌ব না। তোমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ কর্‌ব।

সুরে। সরলা বালিকার মনে যথার্থই বড় কষ্ট দিয়েছি। বিনোদ্, শোন—

বিনো। অনেক দিন তুমি আমার সঙ্গে কথা কওনি, আমি আর তোমার কথা শুন্‌তে চাই নে। (রোদন।)

সুরে। কি করে এ কান্না থামাই ?—(হঠাৎ) অরে, বাবারে, একটা মস্ত কেউটে সাপ্ গো ! (কিঞ্চিদপসরণ।)

বিনো। (সভয়ে উঠিয়া) কৈ, কৈ ?

সুরে। (হাস্যপূর্ব্বক—বিনোদের হস্ত ধরিয়া) কৈ, বিনোদ্, এখানে ত সাপ নেই ! ওটা তোমার কান্না থামাবার জন্য বলেছিলেম্ !

বিনো। (চক্ষু মুছিয়া) হুঁ—উ—উ, মিছিমিছি করে ভয় দেখান ? (পুনরায় রোদনের উপক্রম।)

সুরে। বিনোদ্, শোন, আর কেঁদ না, আমার ঘাট্ হয়েছে, এই কাণ মল্‌লেম্। (নিজের কর্ণমলন।)

বিরাজমোহিনীর প্রবেশ।

বির। হিঃ, হিঃ, হিঃ। ওমা, আর যে হাঁসি চেপে রাখ্‌তে পারি নে গা! এেকালে কি [illegible] ফেটে মর্‌ব না কি ! হিঃ, হিঃ, হিঃ। দাদা, [illegible] কি [illegible] ? হিঃ, হিঃ, হিঃ।

সুরে। (স্বগত) আরে মল যা, এ হতভাগা ছুঁড়ি আবার এল কোথেকে! (মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে, প্রকাশ্যে) এই—ডান্—কাণে—একটা—ফুস্কুড়ির—মত—কি—হয়েছে,—তাই—হাত—দিয়ে দেখ্‌ছিলেম্।

বিরা। হিঃ, হিঃ, হিঃ। দাদা, তোমার বাঁ কাণেও কি ফুস্কুড়ি হয়েছে? হিঃ, হিঃ, হিঃ।

[প্রস্থান।

সুরে। ছুঁড়িটে দেখে ফেলেছে বুঝি, যাঃ!

বিনো। (চক্ষু মুছিয়া, ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যের সহিত) খুব হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল।

সুরে। বিনোদ্, আর একবার অমনি করে হাঁস। পৃথিবীতে অনেক অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু স্ত্রীলোকের মুখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হঠাৎ হাঁসি—এমন সুন্দর আর কিছু দেখি নে।—(বিনোদিনীর হস্ত ধরিয়া) বিনোদ্, আমার উপর রাগ পড়েছে ত?

বিনো। (সহাস্যে) সুরেন্, কবে আমি তোমার উপর রাগ কর্‌লেম্, যে তাই আবার রাগ পড়্‌বে?—সুরেন্, একটা কথা বলি, বিরক্ত হয়ো না; গৃহকামিনীদের উপর সহজে সন্দেহ কর না। তারা শিক্ষিতাই হোক্ বা অশিক্ষিতাই হোক্—অবরোধরুদ্ধা হোক্, তাদের হৃদয়ে অপবিত্রতা হঠাৎ উদয় হয় না। স্বামীই তাদের একমাত্র পার্থিব দেবতা, স্বামীমূর্ত্তিতেই রমণীহৃদয়চিত্র সমগ্র পরিপূর্ণ।

সুরে। (স্বগত) রাগ পড়েছে, কান্নাও থেমেছে, এখন বক, মার, উপদেশ দেও, সব সহ্য কর্‌ব। কিন্তু বিনোদ্ যদিও বালিকা, যে কথাটা বল্‌লে, তা বড় মিথ্যা নয়। অকারণে স্ত্রীর চরিত্রের উপর সন্দেহ করা অনেক মহাপুরুষের রোগ আছে। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া, প্রকাশ্যে) বিরাজ আস্‌ছে, আবার হয় ত ঠাট্টা কর্‌বে!

[প্রস্থান।

বিরাজমোহিনীর প্রবেশ।

[illegible] নিকটে গমনোদ্যত) [illegible]

ঠাক্‌রুণ্ কোথায়, প্রণাম হই। (প্রণাম।) আপনার বিবাহ সময় যেন দু একখানা লুচি সন্দেশ পাওয়া যায়, দুঃখী কাঙ্গাল বলে তখন যেন ভুলে যাবেন্ না।

বিনো। (বিরাজমোহিনীকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক) তোমার মরণটা হয় ত বাঁচি। তুমি মর না শীঘ্র? (আনন্দাশ্রুবর্জ্জন।)

বিরা। (বিনোদিনীর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া) সব চুকে বুকে গেল, আবার কেন কান্না, ভাই?

বিনো। (অশ্রুসম্বরণপূর্ব্বক) তুমি তখন আমার সঙ্গে অমন করে কেন কথা কয়েছিলে, তা বুঝেছি! তোমার পেটে এতও আছে, দিদি!

সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

বিরা। (সুরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া, বিনোদিনীর প্রতি) তোমার বে, তা আমাদের কি? ইঃ, আমার দাদার যেন আর বে যুট্‌বে না?

সুরে। (সহাস্যে) আচ্ছা, বিরাজ, তুমি আমাকে ঠাট্টা কর কিসম্পর্কে?

বিরা। (স্বগত) তোমার পাগ্‌লামীর সম্পর্কে! দাদার মুখে আর এখন হাঁসি ধরে না, এতদিন যেন মেঘে ঢাকা ছিল!

অবনতমস্তকে হরিপ্রিয়ের প্রবেশ।

সুরে। (ঈষৎ ক্রোধের সহিত) হরি, তোমাকে এবার ক্ষমা কর্‌লেম্, কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান হয়ো। মনস্থানে ব্যথা লাগে, এমন আমোদ আর কখন কর না। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, তা না হলে তোমার উপর রাগ কর্‌তেম্।

হরি। (দুঃখিতমুখে) না বুঝে করেছিলেম্, ক্ষমা কর্‌বেন্।—আমি আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি। আমি ভাগলপুর যাচ্ছি। সেই খানেই আমি এখন কিছু দিন থাক্‌ব,—আপনাদের আর বিরক্ত কর্‌তে আস্‌ব না।

সুরে। (হরিপ্রিয়ের হস্ত ধরিয়া) আমি একটু ঠাট্টা করে বল্‌লেম্ বলে কি, ভাই, এত রাগ কর্‌তে হয়?

হরি। আজ্ঞা, না, আমি [illegible] যাচ্ছি নে। [illegible] কারণে মন খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাই [illegible] বিনোদিনীর নিকট [illegible]) [illegible], আমি আমি, [illegible] আমাকে অনেক [illegible] গেছি।

বিনো। (সজলনয়নে) দাদা, তুমি না থাক্‌লে আমি সেই দিনেই মরেছিলেম্।

সুরে। কি, কি, কি হয়েছিল, বিনোদ্?

হরি। আজ্ঞা না, সে কিছু নয়।

বিনো। (সাশ্রুনয়নে) তুমি যখন আমার উপর বড় রাগ করেছিলে, আমি একদিন মনের দুঃখে গলার দড়ি দিতে গিছ্‌লেম্। দাদা সেই সময়ে এসে পড়ে সে দিন আমাকে বাঁচিয়ে ছিলেন্।

বিরা। (অধোবদনে, মৃদুস্বরে) দাদা, আমি লজ্জায় এত দিন ওঁর নাম করি নি। উনিই আমাকে অনেক বিপদের মধ্য থেকে সেই রাত্রিতে উদ্ধার করে আনেন্।

সুরে। (কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া) আমার আজ্ ঘাট্ মানার পালা পড়েছে না কি?—(চিন্তাপূর্ব্বক) বিনোদ্, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, এই দিকে একটু এস ত।

(কিয়দ্দূরে গিয়া বিনোদিনীর সহিত পরামর্শ।)

হরি। আমি এই বেলা যাই, বিনোদ্ এলে আর হবে না। (বিরাজ-মোহিনীর প্রতি লজ্জিতভাবে, অধোবদনে) আমি তবে আসি। আপনার কাছেও অনেক অপরাধ করেছি, মার্জ্জনা করবেন্।

[প্রস্থানের উপক্রম।

বিরা। আপনি আমার অনুরোধটা রাখুন, যাবেন্ না।

হরি। (স্বগত) স্বরে বোধ হচ্ছে—নাঃ, মৃগতৃষ্ণা মাত্র। (প্রকাশ্যে) আপনি আমাকে ও অনুরোধ কর্‌বেন্ না। আমার এখানে থাক্‌বার কোন প্রয়োজন নেই।—আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না, কিন্তু গেলে কি এ হতভাগাকে মধ্যে মধ্যে এক একবার স্মরণ কর্‌বেন্?

বিরা। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) তা আর আপনাকে কি বল্‌ব, বলুন! আপনি নিতান্তই আমার অনুরোধ রাখ্‌লেন্ না।

সুরে। (জনান্তিকে বিনোদিনীর প্রতি) তোমার পিতামহের এতে অমত হবে না, কেমন [illegible]?

বিনো। তিনি শুন্‌লে আরও ভারি সন্তুষ্ট হবেন্।

সুরে। বিরাজের ত অমত হবে না?

বিনো। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) দেখে বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, অমত কি মত!

সুরে। (হরিপ্রিয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া) হরি, দেখ, ভাই, তুমি যথার্থই বড় নির্ব্বোধ। তোমাকে আমরা কখন বিদেশে যেতে দিতে পারি নে, সেখানে গিয়ে কি আবার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে কোন বিপদে পড়বে? কিন্তু তোমাকে সহজে বিশ্বাস নেই, তুমি যদি কোন দিন পালিয়ে যাও? কিছু মনে কর না, ভাই, তোমার হাতে এক গাছা শেকল বেঁধে দিচ্ছি। (হরিপ্রিয়ের হস্তে বিরাজমোহিনীকে সমর্পণ।) ভাই, ঈশ্বর করুন্, যেন তোমার মত নির্ব্বোধের সংখ্যা পৃথিবীতে নিত্য বৃদ্ধি পায়।

বিনো। (বিরাজমোহিনীর গাল টিপিয়া, সহাস্যে) "আমি কিছু বেও করব না, তার কথাও নয়। ওতে কি সুখ আছে; কেবল চিরকাল জ্বালাতন হয়ে মরতে হয় বৈ ত নয়?"

বিরা। (জনান্তিকে) তোর পায়ে পড়ি, বন্, দাদার সম্মুখে আর আমাকে লজ্জা দিস্‌নে।

নেপথ্যে। কৈ, কৈ!

সুরে। (বিনোদিনীর প্রতি) তোমার ঠাকুরদাদা আস্‌ছেন্। আমার বড় লজ্জা কর্‌ছে!

রাজচন্দ্র ও নীলকণ্ঠের প্রবেশ।

রাজ। (আহ্লাদে) এই যে! শালাদের আর দেরি সইল না, আমি না আস্‌তে আস্‌তেই, দুই শালীকে নিজেরা ভাগ করে নিয়েছে!

যুগলদ্বয়ের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।

রাজ। (হস্ত ধরিয়া সকলকে উঠাইয়া) আর প্রণাম করতে হবে না। ভাগ নেবার বেলা ওঁরা, আর [illegible] শুধু একটা প্রণাম করা! কুছ্ [illegible] বাত্ নাই! [illegible] বড় [illegible] হয়! হঁঃ, অমনি শালীদের ঘাড় মাটীর [illegible]

প্রিয়কে নির্দ্দেশ করিয়া, সুরেন্দ্রের প্রতি) দাদা, সবই হরির খেলা!—আমি যে কতদূর সুখী হলেম্, তা বল্‌তে পারি নে। দাদা, একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব মনে কর্‌ছি, বলব কি?

সুরে। বলুন্ না।

রাজ। দাদা, তোমাদের নব্যদের শরীরে দয়া মায়া অনেক গুণ আছে, কিন্তু, দাদা—বলি রাগ কর না, ভাই—তোমরা একটু উদ্ধত, অল্পে রেগে যাও। এই দোষটা না থাক্‌লে, কার সাধ্য তোমাদের একটা কথা বলে?

নীল। (স্বগত) দাদাবাবু ক বার আমাকে ফাঁকি দিয়েছে, এই-বারে সুদ্ শুদ্ধ আদায় কর্‌ছি, দাঁড়াও। (হরিপ্রিয়ের নিকটে গমন পূর্ব্বক) দাদাবাবু, আমোদ্‌গুল দেবে কি?

হরি। (জনান্তিকে অস্বরে, চুপ্ চুপ্ এই নে, তোকে একটা টাকা দিচ্ছি, চেঁচাস্ নি, যা।

নীল। (টাকা লইয়া) এক টাকার কর্ম্ম নয়, কেন এ—এমনি করে আমাকে উল্টে ফেলে দেবে না? (পতন ও উত্থান।)

রাজ। ওকি, ওকি, নীলে পড়ে গেল না কি?

হরি। আজ্ঞা না, পড়ে নি। (জনান্তিকে নীলকণ্ঠের প্রতি) এই নে, আর একটা টাকা দিচ্ছি নে, আর গোল্ করিস্ নে। (টাকা প্রদান।)

নীল। (আহ্লাদে) যাই, মাকে দিয়ে আসি।

[নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

রাজ। দাদা, এই দিকে এস দেখি, একটা পরামর্শ করি।

(সুরেন্দ্র ও রাজচন্দ্রের পরামর্শ, ও বিনোদিনীর অন্যমনস্ক-ভাবে স্থিতি।)

বিনো। (জনান্তিকে) তুমি ওকে টাকা দিলে কেন?

হরি। (স্বগত) বিনোদিনীর মুখে প্রথম তুমি সম্ভাষণ কি মিষ্ট! (প্রকাশ্যে) পাগল [illegible]—বিনোদ, আমাকে ভাল [illegible] রেছ?

বিনো। (ঈষৎ [illegible], অধোবদনে) তা কি এখনও বুঝতে পাচ্ছ না!

নীলকণ্ঠের বেগে প্রবেশ।

নীল। কর্ত্তামশাই, কর্ত্তামশাই, গিয়েছি, সেই বামুণ আবার আস্‌ছে! (রাজচন্দ্রের পার্শ্বে লুক্কায়ন।)

রাজ। (সহাস্যে) লাঠির শব্দেই বুঝ্‌তে পেরেছি, ন্যায়রত্ন মহাশ আস্‌ছেন্।

নেপথ্যে। বসুজা মহাশয় এখানে আছেন্ কি?

রাজ। আজ্ঞা, হাঁ—আসুন্।

নেপথ্যে। আমার সঙ্গে আমার পুত্র আছেন্।

রাজ। তিনিও আসুন্ না, তাতে ক্ষতি কি?

পুত্রসহ ন্যায়রত্নের প্রবেশ।

রাজ। (প্রণামান্তে) আস্‌তে আজ্ঞা হয়।—প্রণাম কর।—(সকলের প্রণাম।) আমার পৌত্রী আর দৌহিত্রের শীঘ্রই বিবাহ দেব, স্থির করেছি।

ন্যায়। সৎপরামর্শই করিয়াছেন—

ন্যায়রত্নপুত্র। (সহর্ষ) মিষ্টান্নের বিষয়টা বিস্মৃত হইবেন্ না! "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ"! হাঃ, হাঃ, হাঃ।

নীল। (স্বগত) বিবকর্ম্মার বেটা বেয়াল্লিশকর্ম্মা! আগে থাক্‌তেই খ্যাট্ পটীয়ে নিচ্ছে!

রাজ। আজ্ঞা না, তাও কি কখন হয়?

ন্যায়। বাবাজীরা, তোমরা ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, তোমাদের আর এসব বিষয়ে কি উপদেশ দিব! তথাপি শাস্ত্রের বচনটা একবার বলি—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে, সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া॥"
"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা, ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং, কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥"

"নারীগণ সম্মানিত হইলে, দেবতারা সন্তুষ্ট হয়েন্, আর [illegible]

অবমাননা করিলে দানাদি সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মই বিফল হয়। যে পরিবারে ভার্য্যা ও ভর্ত্তা নিত্য পরস্পরানুরক্ত, সে পরিবারের নিশ্চয় কল্যাণ জানিবে।"

স্ত্রীপুরুষের প্রণয় থাকিলে, গৃহ সুখের আলয়, স্বর্গবিশেষ—তদ্বিপরীতে শ্মশান-নরক।

## নেপথ্যে সঙ্গীত।

ইন্দ্র। (সুরেন্দ্রের হস্তে বিনোদিনীকে ও হরিপ্রিয়ের হস্তে বিরাজমোহিনীকে অর্পণ পূর্ব্বক, গললগ্নবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, সারঙ্গ ও তাঁহার পুত্রের প্রতি) আজ্ আপনারা এসেছেন্, এতে বড় অনুগৃহীত হলেম্। আগামী শনিবারে এঁদের শুভবিবাহ। অধীনদের প্রতি অনুগ্রহ করে আর একবার সেই দিন পায়ের ধূলা দেবেন্।

---

সমাপ্ত।

# শরৎ-সরোজিনী নাটক।

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৶০, ডাকমাশুল ৵০

## অমৃতবাজারপত্রিকা।

এই পুস্তক খানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা পদে পদে দেখাইয়াছেন যে তিনি এক জন যোগ্য ব্যক্তি। বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত যতগুলি নাটক লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে এখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হউক, দুই এক খানি ব্যতীত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক একখানিও অদ্যাবধি বাহির হয় নাই। * * * দুর্গাদাস বাবু পুস্তক খানি দ্বারা স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে যত্ন করিলে বাঙ্গালা ভাষাতেও উৎকৃষ্ট পুস্তক লেখা যায়।

## প্রতিধ্বনি।

ইহার লক্ষ্য উচ্চ, রুচি পরিশুদ্ধ, আখ্যায়িকা কৌশলময়, পর পর ঘটনা এইরূপ কৌশল সহকারে বর্ণিত হইয়াছে একত্রে সমুদয় পড়িতে বিশেষ আগ্রহ হয়। * * * এইরূপ উৎকৃষ্ট নাটকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই দেশের মঙ্গল। * * * দোষের ভাগ অপেক্ষা এই নাটক খানির গুণের ভাগ এত অধিক যে, এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অল্প আছে।

## সোমপ্রকাশ।

শরৎ-সরোজিনী—এখানি নাটক। নাটক এই শব্দটী শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইলে বোধ হয় আমাদিগের পাঠকগণের অনেকে কেবল গ্রন্থকার ও গ্রন্থের উপরে নয় এই ভাবিয়া আমাদিগের উপরেও বিরক্ত হইবেন যে আমরা একটা বৃথা বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগের সময় নষ্ট করিতে বসিয়াছি। আজি কালি বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র যে [illegible] নাটক প্রসব করিতেছে তাহাতে পাঠকগণের [illegible] [illegible] না। নাম নাটক, [illegible]

না আছে গল্প-রচনার চাতুরী; না আছে শব্দলালিত্য, না আছে রচনামাধুর্য্য; প্রথমতঃ ভাষা লেখা দেখিয়াই গা জ্বলিয়া উঠে। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগের ভাষাকেও অপূর্ব্ব করিয়া তুলিতেছে। আমরা যখন নবযুবকদিগের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতেছি কি বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী পাঠ করিতেছি বুঝিতে পারি না।

কিন্তু শরৎ-সরোজিনী নাটক উহাদিগের সহোদর নয়। ইহাতে পদার্থ আছে। আমরা আহ্লাদিতচিত্তে নাটকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। পাঠকালে প্রতিপদেই আমাদিগের কৌতূহলের সমধিক বৃদ্ধি হয়। গল্পটী যে মনোরম হইয়াছে, আমরা বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াই তাহা বুঝিয়াছিলাম। * * * শরৎ-সরোজিনীর ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলিয়া পাঠে অভিনিবেশ প্রবৃত্তি জন্মে। * * গ্রন্থকার নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় নাটোল্লিখিত পাত্রদিগের চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যথাযথ স্থানে বীর, হাস্য, করুণ, ও ভয়ানক রসের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। পাঠকালে অন্তঃকরণে যথোচিত বিকার উপস্থিত হয়। ইহার তুল্য গ্রন্থকারের প্রশংসা বোধ হয় আর নাই। * * উপসংহারভাগটী, অতি সুন্দর হইয়াছে।

---

## সাপ্তাহিক সমাচার।

নাটককার পরলোকগত হইয়াছেন, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি এক জন নিপুণ লেখক হইতে পারিতেন। উপস্থিত নাটকখানিতে তিনি যে কল্পনাশক্তি ও মানবচরিত্রবর্ণনের ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসা-যোগ্য। শরৎ ও সরোজিনী, নাটকের নায়ক ও নায়িকা। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া এই দুই জনের চিত্র সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

---

## সাধারণী।

শরৎ-সরোজিনী গ্রন্থে আমরা অনেক স্থানে অশ্রুপাত করিয়াছি, ও তজ্জন্য আমরা দুর্গাদাসবাবুর প্রেতাত্মাকে শত ধন্যবাদ প্রদান করি-তেছি। * * সরোজিনী নাটকে ভুবনমোহিনীর মৃত্যু বৃত্তান্ত যেই-রূপ সত্য সেই রূপ চমৎকার। ভুবনমোহিনী [illegible]

হারাইয়াছিলেন। কিন্তু নরাধমকে নাশ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যে দিন তিনি সেই পাপিষ্ঠ মতিলালকে স্বহস্তে কিরীচাঘাতে যমসদনে প্রেরণ করিয়া, ক্ষিপ্তভাবে খল খল হাস্য করিতে করিতে কাঁপিতে কাঁপিতে "হাঃ! হাঃ! হাঃ! কি মজা! আর এক মজা দেখ সকলে" বলিয়া সেই শত্রুঘাতী কিরীচ স্বীয় হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন, তখন তাঁহার অধঃপতনের কথা স্মরণ করিলে, শোক হয়, পাপিষ্ঠের উপর ঘৃণা হয়, রাগ হয়, ভুবনমোহিনীর প্রতিবিধিৎসাবৃত্তি চরিতার্থ হইল দেখিয়া পরিতৃপ্তি হয়, পাপিষ্ঠের দুর্দ্দশা দেখিয়া ভয় হয়, ভুবনের প্রতি কিছু ভক্তি হয়।

এরূপ রস উদ্ভাবনাতে নাটককারের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সরোজিনী গ্রন্থে এরূপ রসোদ্ভাবন মধ্যে মধ্যে আছে। দুর্গাদাস বাবু পরলোকগত না হইলে, আমরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার নাটক লিখিতে অনুরোধ করিতাম। সরোজিনী তাঁহার প্রথম কন্যা বঙ্গীয় নাটকের অন্ধকার মধ্যে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে বলিতে হইবে।

---

## ভারত হিতকরী।

আমরা এই নাটকখানি কৌতূহলের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। * * ইহা যে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক তাহা আমরা স্বীকার করি। গল্পরচনা চিত্তরঞ্জক হইয়াছে নাটোল্লিখিত প্রধান পাত্রগণ শরৎ, মতিলাল ও সরোজিনীর চরিত্র সুন্দররূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথাস্থলে করুণ, হাস্য, ও বীর রস উদ্দীপিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অনেকস্থলে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

---

## এডুকেশন গেজেট।

এখানি যে একখানি উচ্চ দরের নাটক হইয়াছে, সে পক্ষে সংশয় নাই। এখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। শরৎ-সরোজিনীতে মানবচরিত এবং মনের-ভাবন অনেক স্থলেই সুন্দররূপ চিত্রিত হইয়াছে, এবং ইহাই নাটকের প্রধান গুণ। শরৎ-সরোজিনীর কথোপকথন উৎকৃষ্ট [illegible] এরূপ নাটকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে বাঙ্গালা নাটকের [illegible] না।

## ভারতসংস্কারক।

শরৎ ও মতিলালের চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে। * * সরোজিনীর হৃদয় অতি সুকুমার। **। হরিদাস কর্ত্তৃক যখন শরতের উদ্ধার সাধিত হইল, শরৎ কূপ হইতে উত্থিত হইতেছে ; এবং হরিদাস সেই দৃশ্যে যে প্রকার ভাব ব্যক্ত করিতেছে, তাহা একটি চমৎকার দৃশ্য এ প্রকার দৃশ্য হাস্যরস প্রধান নাটকের গৌরব স্বরূপ। ইহাতে হরিদাসের চিত্তপ্রকৃতি অতি উত্তম রূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা এ প্রকার দৃশ্য সচরাচর প্রাপ্ত হই না। বিজ্ঞানালোক-বিস্তারিণী সভাপতি অনুচর-বর্গ সহ উর্দ্ধমুখ হইয়া গমন করিতে করিতে এক ভৃত্তির আঘাতে নিপতিত হইয়াই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যে ভাবের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন তাহাও অতি হাস্যকর।

---

## সহচর।

যিনিই গ্রন্থকার হউন না কেন, লেখক যে একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত— তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তঁাহার বর্ণনাশক্তিরও ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়! * * গ্রন্থকার একজন যথার্থ পণ্ডিত এবং স্বদেশহিতৈষী। * * লেখক যেখানে প্রকৃতি, সম্ভাবনা, ও প্রশান্ত ভাবের অনুগমন করিয়াছেন, সেখানে বর্ণনা উত্তম হইয়াছে। বিন্দুবাসিনী যেখানে স্বামী কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াও তাঁহার মঙ্গলকামনা করিতেছেন, তথায় ভারতবর্ষীয় রমণীর প্রকৃত প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছে। ভগবান্ সরকারের বর্ণনা যথার্থ চমৎকার **। নাটকখানি আজিকার বাজারের যেমে নাটকের ন্যায় নহে ; ইহার অনেক অংশ পাঠে যথার্থ সন্তোষ জন্মে।

---

## আর্য্যদর্শন।

শরৎ-সরোজিনী।—এই নাটকখানি বঙ্গসমাজে এতদূর সমাদৃত হইয়াছে, এবং সম্বাদপত্রসমূহে ইহার প্রশংসা এত প্রচুর পরিমাণে বাহির হইয়াছে, যে ইহার প্রতিবাদে আমরা যাহাই বলিব, তাহাই পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হইবে। ইহা জানিয়াও আমরা ইহার প্রতিবাদে কিছু না [illegible] পারিলাম না। . . .

নাটোল্লিখিত পুরুষগণের মধ্যে শরৎ, বিনয়, মতিলাল ও হরিদাস এবং স্ত্রীগণের মধ্যে সরোজিনী, সুকুমারী, বিন্দুবাসিনী ও ভুবনমোহিনী এই কয়েক জনের চরিত্র বিশেষ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ সরোজিনী, সুকুমারী ও ভুবনমোহিনীর চরিত্র অতি চমৎকাররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ** ।

চরিত্রবৈচিত্র্য শরৎ-সরোজিনীর একটী রমণীয় গুণ। ভাব বৈচিত্র্য, রস বৈচিত্র্য, চরিত্র বৈচিত্র্য প্রভৃতি গুণে এখানি বঙ্গভাষার অলঙ্কারস্বরূপ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

## মধ্যস্থ।

আমরা এই নাটক খানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। * * নাটকের অনেক গুণ ইহাতে আছে। ইহা দ্বারা দুর্গাদাস বাবুর কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক স্থলে উত্তম উত্তম ভাব আছে। ভাষাও অধিকাংশ স্থলে উত্তম। নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণের চরিত্রও আদ্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং বহুগুণে এখানি উত্তম নাটক। * * । মধ্যে মধ্যে যে সব দোষ আছে তাহা সামান্য। নাটক রচনাতে ইঁহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। ইনি বাঁচিয়া থাকিলে আরো দুই এক খানি পুস্তক লিখিয়া বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিতে পারিতেন।

## বান্ধব।

— ইহাতে যেমন সময়ের চিত্র আছে, তেমন যে সকল ভাবের কালে বিলয় নাই, সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তে পরিবর্ত্তন নাই, রুচির স্বাস্থ্য ও বিকারের সহিত সম্বন্ধ নাই, মধ্যে মধ্যে তাহারও দুই একটি অতি সুন্দর প্রতিমা মেঘাবৃত জ্যোৎস্নার ন্যায় শোভা পাইতেছে। * * ইহার রচয়িতা বাস্তব জীবিত কি মৃত তাহা আমরা বুঝিলাম না। কিন্তু তিনি জীবিত আর মৃত যাহাই হউন, তাঁহাকে আমরা নিপুণ কারুকর বলি। বাঙ্গালির মধ্যে অনেক লোক লেখনী লইয়া এরূপ চিক্কণ কারুকার্য্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। শরৎ-সরোজিনীকে নিন্দাই কর, আর প্রশংসাই কর, ইহাকে পড়িতে হইবে। ইহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আরম্ভ করিয়াছ, কি ঠেকিয়াছ। কোন [illegible] নিঃশেষ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। অনুপুঙ্খিক [illegible]
[illegible]

ইহাতে সেই গুণ বহুলপরিমাণে লক্ষিত হইল। ঐ সরোজিনী, এই সুকুমারী। দুইটিই অতি কমনীয় প্রকৃতি। কবি দুটিকেই সমান আদরে, সমান আভরণে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তথাপি, স্থির চক্ষে চাহিয়া দেখ, এটির সহিত ওটি কখনও কোন অংশে মিশিয়া যায় না। সরোজিনী, কুসুম কমলিনী, সুকুমারী লাবণ্যলজ্জিত প্রভাতশিশির-সিক্ত গোলাপ। সরোজিনী মুকুর-প্রতিভাত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ঝলমল করে, সুকুমারীর আলোক নীলোৎপল-প্রতিফলিত চন্দ্রিমার ন্যায় অতি মৃদু মৃদু বিকসিত হয়। * *। মতিলালের ছবিটি ঠিক হইয়াছে। এইরূপ পুরুষ সংসারে নিতান্ত বিরল নহে। শিক্ষা ও সতেজ বুদ্ধির সহিত নিতান্ত পাশব স্বভাবের মিশ্রণ হইলে এইরূপ ফল ফলে। ফ্রান্সের সেরাটে ও মোরাবো প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল—নিরাশ, নির্ম্মম, বিলাসপূর্ণ, ভয়ঙ্কর! * * যে সকল সামান্য দোষ আছে, আমরা তাহা গণনায় আনিলাম না। যে গ্রন্থের গুণরাশি উপরে ভাসে, আর দোষ গুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, সে গ্রন্থকে আমরা কখনই নিন্দা করিতে পারি না। * * বঙ্গভাষায় প্রতিবৎসর এইরূপ একখানি নাটক প্রকটিত হইলে, আমরা যার পর নাই সৌভাগ্য বিবেচনা করিব।

---

## ঢাকাপ্রকাশ।

বঙ্গকাব্যোদ্যানে নাটকের ছড়াছড়ি দর্শনে আমাদের অনেক সাধারণেরই বোধ হয় এইরূপ মত হইয়াছে যে রসভাববিহীন নাটকের সংখ্যা যতই অল্প হয় ততই বঙ্গীয় যুবকগণের মঙ্গল। এদেশীয় যুবকগণ মধুপান করিতে যাইয়া যদি বিষপানে হতাশ হন, তাহা হইলে আর এরূপ পয়োমুখ বিষপূর্ণ নাটকের প্রয়োজন কি? আজি কালি আবার ঐরূপ নাটকের সংখ্যাই অধিক। সে যাহা হউক সরোজিনীকে আমরা সেরূপ চক্ষে দেখিতেছি না। এতৎপাঠে প্রীতি জন্মে। বিন্দুবাসিনীর অকৃত্রিম সতীত্ব দর্শনে তৎপ্রতি [illegible] ভক্তি হয়—মতিলালের অসচ্চরিত্রতা এবং ভুবনমোহিনীর চরিত্র দর্শনে ভুবনমোহিনীর নিষ্ঠুরতাকেও প্রশংসা করিতে হয়। * *। [illegible] খানি বঙ্গভাষার নাটক সংসারে রত্নস্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু [illegible] বিষয় এই, [illegible] দাস মহাশয়ের বিজ্ঞাপন পাঠে [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন। * *। [illegible]

# উৎসর্গ।

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত বাবু

হেমন্তকুমার ঘোষ,

অমৃতবাজারপত্রিকাসম্পাদক-

মহাশয়েষু

ভাই হেম,

তোমার আর শিশিরের ঋণ ইহজন্মে পরিশোধ করিতে [illegible]পারব না। নিরুদ্ধ ব্যাধি চিকিৎসকদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। [illegible] শীঘ্রই ছিন্ন হইবে। ভ্রাতুষ্পুত্রী সরোজিনীকে স্নেহের চক্ষে দেখিও। [illegible]াদের উপর এবং উপেন্দ্রবাবুর উপর তাহার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া [illegible]ম।

চিরবাধিত,

শ্রীদুর্গাদাস দাস।